এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স
ওয়েস্ট বেঙ্গল -এর মুখপত্র

আলো

সেপ্টেম্বর - অক্টোবর ২০২৫

বৃত্তিগত সিম্পোসিয়াম: শিলিগুড়ি, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫

আলো সপ্তত্রিংশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৫
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর মুখপত্র

-ঃ পত্রিকা উপসমিতি ঃ-
প্রণব দত্ত, অরিন্দম বক্সী, চঞ্চল সমাজদার, দেবব্রত ঘোষ, শান্তনু গাঙ্গুলী সৌমিক চৌধুরী, শুভ্রান্ত ঘটক, প্রণবেশ পুরকাইত

-ঃ সম্পাদক ঃ-
অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয় ১
২. বৃত্তিগত প্রসঙ্গে সিম্পোজিয়াম (প্রতিবেদন)
শান্তনু গাঙ্গুলী ৩
৩. হৃতসময়ের ঋত্বিক (প্রচ্ছদ-কাহিনী)
কৃশানু দেব ৬
৪. লিঙ্গ বৈষম্য, নারী সুরক্ষা, সমানাধিকার —প্রকৃত চিত্র ও ভবিষ্যৎ
রিম্পা সাহা ১৪
৫. কেন্দ্রীয় কমিটি সভা ১৯
৬. সমিতিগত তৎপরতা ২২
৭. Enforcement on Minor Minerals (বৃত্তিগত প্রসঙ্গ) ২৮
৮. Service Matter
অঞ্জনা ভট্টাচার্য ৩৩
৯. স্মরণ ৩৬

প্রচ্ছদ : শতবর্ষে ঋত্বিককুমার ঘটক
(৪ঠা নভে: ১৯২৫—৬ই ফেব্রু: ১৯৭৬)
পৃষ্ঠা-প্রচ্ছদ: সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা থেকে পোস্টার
(শিল্পী: সঞ্জয় সেনগুপ্ত)

সম্পাদকীয়

উৎসব মরশুম শেষে সময় চলেছে হেমন্ত-র না গরম না ঠান্ডা পরিবেশ। এই সময় উৎসব অবসানের আলস্য মাখা সাধারণ মানুষের কাছে। ইতিহাসের কাছে নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুকোটির অধিক মানব প্রাণের বিনিময়ে ন্যাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় রক্ষা করেছিল মানব সভ্যতাকে। যার অনুপ্রেরণা প্রথিত ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার সমাজ বিপ্লবের মধ্যেই। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাই নভেম্বর মাস লেখা আছে, লেখা থাকবে তার তাৎপর্য নিয়ে। তার বিপরীত অবস্থানের যে পৃথিবী, তার ছবি আমাদের কাছে স্পষ্ট। জীবন-জীবিকা-সমাজ-অর্থনীতি প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের উপলব্ধি হচ্ছে বিপদটা কতটা। পৃথিবীব্যাপী সর্বোচ্চ মুনাফা সংগ্রহকারী কর্পোরেশনগুলির প্রায় কোনটাই উৎপাদনের ক্ষেত্র পরিচালনা করে না, মুনাফা অর্জনের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র আজ পরিষেবা প্রদান। তাই রাষ্ট্রের ভূমিকা, 'জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের' তত্ত্ব যত কমজোরী করা যায় বাজারের প্রভুত্ব ততো বাড়ে। প্রবর্তিত

হয়েছে গিগ অর্থনীতি। নিয়োগকর্তাকে যেখানে কর্মচারী চেনে না। তাই দরকষাকষির জায়গা সেখানে নেই বললেই চলে। এরকম ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্য কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হয়; সেই পরিবর্তন মানসিক, সামাজিক, বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত হতে বাধ্য। কারণ প্রতিরোধীর প্রতিরোধ প্রতিহত করার ঝুঁকি নেওয়ার থেকে প্রতিবাদী, প্রতিরোধীর সংখ্যা হ্রাস করানো বা প্রতিবাদী মানুষের থেকেই প্রতিবাদের ভাষাকে সম্মতির ভাষ্যে রূপান্তরিত করা অনেক বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাই প্রকোষ্ঠবদ্ধ জাতীয়তাবাদ বা পরিচিতি সত্বার প্রচার বা প্রসার যতটা হবে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসারের স্বপক্ষে নীরবতা ততটাই বাড়বে। অবশেষে গণতান্ত্রিক পরিবেশের পরিসর সঙ্কুচিত হবে। খেটে খাওয়া মানুষের কাছে তার পরিনাম ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। সাধারণ মানুষ তার প্রতিদিনের জীবন-জীবিকার লড়াইতে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেই উপলব্ধি করছেন। একক ব্যক্তি মানুষের পক্ষে এই বৃহৎ Eco-system এর বিরুদ্ধে একক লড়াই করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন আদর্শনিষ্ঠ শানিত চেতনার বলিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের। পরিচিতি সত্ত্বার বিভাজনে বিভাজিত না হয়ে যুক্তিনিষ্ঠ পথে অর্জিত অধিকারকে রক্ষা করার এবং অর্জনযোগ্য অধিকারকে সম্মানের সাথে অর্জনের জন্য ইস্পাত কঠিন সংগঠন ছাড়া বিকল্প নেই। সাংগঠনিক বৃত্ত শুধু দাবি আদায়ের হাতিয়ার নয়, পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি করে আগামীকে পরবর্তী পর্যায়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযুক্ত করে গড়ে তোলাও তার সাংগঠনিক কর্ত্তব্য। সংগঠন আয়োজিত সাম্প্রতি কমশালার আয়োজন, সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। যোগদানকারী ক্যাডারের সদস্য সংখ্যা তার সাফল্য সূচককেই ঘোষণা করে। একদিনে সাফল্য আসে না, কিন্তু আদর্শ নিষ্ঠার সাথে নির্দিষ্ট পথে অনুশীলন একদিন সাফল্যকে প্রতিষ্ঠা করেই। ভারতীয় মহিলা বিশ্বজয়ের কাহিনী—তার প্রমাণ; তা বিচ্ছিন্ন নয়। নারী স্বাধীনতা, নারী নিরাপত্তা যেখানে বিপন্ন সেখানে ১১ জন মহিলা ক্রীড়াবীদ শুধু একটি টুর্নামেন্ট জিতে আসেননি, নারী মুক্তি নারী স্বাধীনতা, নারী নিরাপত্তার পক্ষে সদম্ভ এক ঘোষণা করেছেন, ইতিহাস তা বিস্মৃত হবে না। ভোগবাদী এক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো লড়াই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, নিপীড়িতের বিভাজন নিপীড়কের শক্তি বাড়িয়ে দেয় তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তাই মানবতাবিরোধী Ecosystem এর বিরুদ্ধে বিভাজিত হবার পথ মুক্তি আনবে না, ঐক্যবদ্ধ লড়াই একমাত্র মুক্তির ঠিকানা সঠিকভাবে চিহ্নিত করবে।

জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ এগুলি কোনটাই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। প্রতিক্রিয়ার শক্তি বিভিন্ন রূপে আপাত শত্রুতার মুখোশে মুখ ঢেকে কার্যত প্রতিক্রিয়ার শক্তির সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। তার বিরুদ্ধে লড়াই করে সভ্যতা, সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে আগামীর জন্য বাসযোগ্য করে যাওয়ার দায়বদ্ধতা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের, আর হাতিয়ার বলতে উন্নত চেতনা সমৃদ্ধ সংহতি—

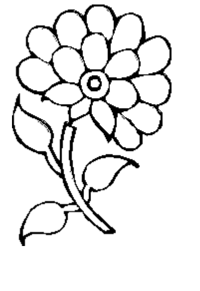

'Agility and exchange of views will make it happen ….'

বৃত্তিগত প্রসঙ্গে সিম্পোজিয়াম

শান্তনু গাঙ্গুলী

ট্রেড ইউনিয়নগত দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে ক্যাডারগত অপূরিত দাবী আদায়ের আন্দোলনের সমান্তরালে বৃত্তিগত ক্ষেত্রে ক্যাডারের নৈপুণ্য এবং দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিগত সময়কালে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তমতো দুটি সিম্পোজিয়াম তথা আলোচনাসভা সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

প্রথমটি হয় গত **১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৫** তারিখে শিলিগুড়িতে যেখানে উত্তর বঙ্গের সংলগ্ন জেলাগুলোর বিভাগীয় ক্যাডার আধিকারিকদের মধ্যে থেকে অনধিক ৯০ জন সংগঠননির্বিশেষে উপস্থিত হন। এই সিম্পোজিয়ামে ই-ভূচিত্র , বাংলার ভূমি সফ্টওয়্যার-এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত নাগরিক পরিষেবা সহ চা বাগানের জমির লিজের নবীকরণ, টী-ট্যুরিজম, অবৈধ বালি, মাটি, বোল্ডার উত্তোলন প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে সাম্প্রতিক বিভাগীয় নির্দেশাবলীর ওপর আলোকপাত করা হয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রণবেশ পুরকাইত, শুভ্রাংশু বসু সহ সমিতির কর্মী নেতৃত্ব শ্রীমতী ডোমা লামু ভুটিয়া। এই কর্মশালার সামগ্রিক সঞ্চালনায় ছিলেন সমিতির অগ্রণী নেতৃত্ব শ্রী আশিস কুমার গুপ্ত।

দ্বিতীয় আলোচনাসভাটি অনুষ্ঠিত হয় গত **০১ নভেম্বর ২০২৫** তারিখে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রের সভাকক্ষে যেখানে সংগঠন ও ক্যাডার নির্বিশেষে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে অনধিক ১৩৯ জন আধিকারিক/কর্মচারী সমবেত হন । অত্যন্ত সুচারুভাবে পরিচালিত এই আলোচনাসভায় ই-ভূচিত্র, ব্রিক ফিল্ড সংক্রান্ত নতুন পোর্টালের প্রয়োগ, FHTD সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ সহ ভূমি ট্রাইব্যুনালের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনাসভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অম্লান দে, প্রণবেশ পুরকাইত, শুভ্রাংশু বসু সহ রাজস্ব আধিকারিক শিলাদিত্য সাহা। এই কর্মশালার সামগ্রিক সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন সমিতির অগ্রণী নেতৃত্ব শ্রী আশিস কুমার গুপ্ত।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাওয়া এই দুটি কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক হল - রাজস্ব আধিকারিকদের ব্যাপক উপস্থিতি, সমিতি নির্বিশেষে ক্যাডারের মানুষদের উৎসাহমূলক উপস্থিতি এবং মিডিয়াতে [The Statesman(১৫/০৯/২০২৫)– The Times of India (০৭/১১/২০২৫) এবং এই সময়(০৮/১১/২০২৫)] প্রশংসামূলক সংবাদ প্রচার, যা আমাদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে ভবিষ্যতে এই কার্যক্রম বজায় রাখার প্রশ্নে।

[সংবাদপত্রের কর্তিকাসমূহ এই প্রতিবেদনের সঙ্গে পর পৃষ্ঠায় যুক্ত করা হ'ল।]

আমরা আগামী দিনেও ক্যাডারস্বার্থবাহী দাবী আদায়ের আন্দোলনের পাশাপাশি আরও ভালো নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য বৃত্তিগত ক্ষেত্রে ক্যাডারের উৎকর্ষ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ জারি রাখবো।

এই সংখ্যায় সিম্পোজিয়ামে বিতরিত 'স্টাডি মেটেরিয়াল'-এর একটি অংশ Enforcement on Minor Minerals 'বৃত্তিগত প্রসঙ্গ' বিভাগে মুদ্রিত হল।

The Statesman 15 September 2025

Land Reforms Officers discuss key issues on Minor Minerals and Tea Gardens at Siliguri symposium

STATESMAN NEWS SERVICE

Siliguri, 14 September

The Association of Land and Land Reforms Officers, West Bengal, organised a symposium in Siliguri on Saturday under the theme "Agility and Exchanges of Views Will Make It Happen" The event focused on three major areas-E-Bbuchitra, Tea Gardena, and Minor Minerals-which are central to the officers' work in North Bengal.

Speakers Subhrangahu Basu, Doma Lhamu Bhutia, and Pranabesh Purakait delivered detailed presentations on the respective topics. Participants discussed how new digital tools, evolving policies and stricter enforcement measures could improve governance in hand and resource management across the region.

The sessions covered the fundamentals of minor mineral, enforcement measures, reclassification of minerals, Issuance of Letters of Intent (Lols) and other clearances, delegation of powers to revenue officers, and the latest developments in enforcement. A special focus was placed on the e-auction of seized stocks by district administrations, particularly seizures made during the monsoon season.

The session on tea gardens dealt with Section 6(3) of the West Bengal Estate Acquisition Act, 1953, payment of salami and the latest developments, renewal and post-facto renewal of leases, penalties for delays or defaults by lessees, compensation related matters and the current status of closed or abandoned tea gardens. The Tea Tourism and Allied Business Policy 2019 and its impact on North Bengal were also discussed.

Officials at the symposium noted that issues concerning tea gardens and minor minerals in North Bengal are not only tied to state revenue but also to local livelihoods, environmental sustainability, and tourism. They said such coordination between discussions help improve government departments and officers working in the field, faster decision-making. Participants concluded that transparency and the exchange of land reforms administration of ideas would strengthen land reforms administration and resource management in North Bengal.

Times of India, 7 November 2025
CORPORATE BUZZ **www.toi.in/psu**

Association of Land and Land Reforms Officers, West Bengal news

The Association of Land and Land Reforms Officers, West Bengal, organised a symposium in Kolkata under the theme 'Agility and Exchanges of Views Will Make It Happen'. It focused on three areas e-Bhuchitra and related aspects, land tribunal related matters and minor minerals with special emphasis on brick field modules which are pertinent issues to the officers' working in the districts near Kolkata. The speakers delivered presentations on the respective topics. Participants from adjoining districts discussed how new digital tools, evolving policies and stricter enforcement measures could improve management of land record with special reference to government land and resource management across the region. The session covered the new features of e-Bhuchitra, disputes arising in land tribunal and issues related to brick field management, fundamentals of powers to revenue officers, and the latest developments in enforcement. Focus was on Free Hold Title Deed (FHTD), compliance proceedings upon the judgments delivered in the Land Tribunals, etc.

এই সময় কলকাতা শনিবার ৮ নভেম্বর ২০২৫

সিম্পোজিয়াম

এই সময়: ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও উদ্বাস্তু, ত্রাণ, পুনর্বাসন দপ্তরের আধিকারিকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গলের উদ্যোগে গত শনিবার মৌলালি যুবকেন্দ্রে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বিভাগীয় কাজের সময়োপযোগী মানোন্নয়ের জন্য একটি সিম্পোজিয়াম আয়োজিত হয়।

অংশগ্রহণকারী আধিকারিকরা স্বীকার করেন, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা, দ্রুত পরিবর্তিত সময়ের চাহিদায় কতটা প্রয়োজনীয়।

প্রচ্ছদ কাহিনী

হৃতসময়ের ঋত্বিক

কৃশানু দেব

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"১৯৭৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ভোরে পি জি হাসপাতালের ইমার্জেন্সির গেটের সামনে বিজন ভট্টাচার্য বসে পড়ে কাঁদছেন। মূল গেটে তেমন কোনও লোক নেই। মৃণাল সেন, অনুপকুমার এবং কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে, যাঁরা তদারকি করছেন। সত্যজিৎ রায় গেটের কাছে প্রথম গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশবাণীর সঙ্গে কথা বলছেন। একটু পরেই ছোট একটা ম্যাটাডোরে ঋত্বিককুমার ঘটকের শরীর বার করার চেষ্টা হবে।" এই ইতিহাস কলকাতা শহরের। এই ইতিহাস, ঋত্বিককুমার ঘটকের প্রায় অনাথের মতো চলে যাওয়ারও, যাঁকে আজ অ্যাড্রিয়ান মার্টিন, রেঁমো বেলুর, মার্টিন স্করসেসে, পল উইলোম্যানের মতো সিনে-তাত্ত্বিকেরা বিরাট প্রতিভা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। ভারতীয় সিনেমা নিয়ে সাধারণভাবে কিছু প্রচলিত ধারণা আছে যা এমন ভাবে আমাদের মনে গেঁথে থাকে যে সহজে তাদের সরানো যায় না। যেমন, একটা কথা আমরা খুব শুনি যে, আমাদের সিনেমা ফেনিয়ে টেনে লম্বা করা, অতিনাটকীয়তায় ভরা, ইত্যাদি। এই বছর দুই জন চলচ্চিত্র পরিচালক তাঁদের শতবর্ষে পড়ছেন, যাঁদের দুই জনের কাজই কিন্তু এই সাধারণ ধারণাটির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে: এক জন, গুরু দত্ত (১৯২৫-১৯৬৪), অন্য জন; ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬)। ঘটনাচক্রে, এঁদের দুই জনেরই জীবন ছিল ঘটনাবহুল এলোমেলো, দুই জনেই প্রয়াত হয়েছেন অসময়ে। দুই জনেরই পরিচালিত চলচ্চিত্রে তাঁদের নিজেদের জীবনের ছায়া পড়েছে, গুরু দত্তের 'কাগজ কে ফুল' এবং ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ও 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'-এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। তবে অনেকের মতে দু'জনের সবচেয়ে বড় মিল অন্য জায়গায়। দুই জনেই এমন কাজ করে গিয়েছেন, যার মধ্যে সিনেমা-ফর্মের অতিনাটকীয়তা এবং নতুন ভারতীয় জাতি-রাষ্ট্রের আধুনিকতা, দুইয়ের এক অদ্ভুত মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে।

ঋত্বিক ঘটক-এর কথা উঠলে তাঁরই একটি ছবির একটি দৃশ্য প্রথমেই মনে পড়ে। ছবির নাম 'কোমলগান্ধার'। বৃদ্ধ রিফিউজি রূপী ভৃগু মঞ্চে বারবার বলছে তার ফেলে আসা দেশের কথা, পদ্মা নদীর কথা, জীবনের অভ্যাসের কথা, আর জিজ্ঞেস করছে—'রিফিউজি হবো ক্যানে?' অন্য একজন উত্তর দিচ্ছে—'খাতি পাবা বলে, ওইপারে যাও, বাস্তুহারা রিফিউজি হইয়া, বাবুরা নাম দেছে কাগজে...'। পিছনের পর্দায় ছায়ার মতন মানুষের স্রোত বয়ে চলেছে। বাংলা ভেঙে গিয়েছে। এই ভাঙা বাংলার চিৎকার, বিক্ষোভ, রাগ, স্মৃতি আর আদর বুকে নিয়ে ঘুরেছেন ঋত্বিক, আজীবন। 'কিছু খণ্ড চিন্তা : কিংবা কিছু উপলব্ধি' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি নিজের ছোটোবেলার কথা লিখছেন—'আমার দিন কাটিয়াছে পদ্মার ধারে, একটি দুঁদে ছেলের দিন। গহনার নৌকার মানুষদের দেখিয়াছি, যেন অন্য গ্রহের বাসিন্দা।... কিন্তু আমি ছোটোবেলার সেই রূপকথা—চোখে দেখিতে পাইতেছি না। সেটি হারাইয়াছি।...যাহা দেখিয়াছি, তাহা দেখাইতে পারিতেছি না।...' এই হাহাকারের ভিতর দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় সেই প্রশ্ন, যা মানুষকে ভাবিয়ে এসেছে বহুকাল—দেশ মানে আসলে কী? দেশ মানে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক একটি গঠন? দেশ মানে প্রশাসন? না কি দেশ মানে ভিটে, গাঁ, মায়ের গায়ের গন্ধ, উঠোনের ধারে চেনা গাছ? 'কোমলগান্ধার' ছবির এই দৃশ্যায়নের ক্যামেরা জুম আউট করলে হয়তো দেখা যাবে সামনে বসা দর্শকরা দৃশ্যটি উপভোগ করছেন। সেই দর্শকের মধ্যে কোথাও আমরা বসে আছি, যারা সেই অবস্থার

ভুক্তভোগী, কিন্তু নিজেদের মুখ দেখতে পাচ্ছি না, মন দেখতে পাচ্ছি না। আজকে দাঁড়িয়ে ছবিটা কেমন .... NRC.... উদ্বাস্তু, অবৈধ ভোটার, D Voter.....

এই বাংলা, তার বিষাদ আর সাধারণ মানুষের প্রেক্ষাপট ছড়িয়ে রয়েছে ঋত্বিক ঘটকের জীবন ও চলচ্চিত্র জুড়ে। তাঁর কথায় —"...আমার ছবিগুলিতে আমি যত দূর পেরেছি চেষ্টা করেছি আমার দেশ ও আমার দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনকে চিত্রিত করতে।..." শুধু দাবি নয়, আমরণ বিশ্বাস, ঋজু দর্শন। যে সত্যের হাত ধরে ভৃগু আর অনসূয়া রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা দেশ দেখে, যে দেশে আর ফেরা যায় না। 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে মন্টুর ফ্যাক্টরি থেকে চিঠি এসেছে, মন্টুর আহত হওয়ার খবর নিয়ে। মন্টুর মৃত্যু হয়নি, শুধু আঘাত লেগেছে জানতে পেরে তার বাবা বলেন—"যন্ত্রে গ্রাস করিতে পারে নাই। This was expected। এটাই নিয়ম।" কোন নিয়ম? বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনজোড়া বিষাদ? যাকে বারবার বলে গেছেন ঋত্বিক? তিনি নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন "...যতদিন দুই বাংলা না মিলবে ততদিন ভাঙা বাংলার কপাল ভাঙাই থাকবে। এটুকুই কোমল গান্ধার-এর মূল বক্তব্য।... ওর মধ্যে অনেক ভালোবাসার কথা বলা ছিল।..." এই ভালোবাসাই তাঁর জীবনদর্শন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানতেন—মানুষের সঙ্গে যোগ, মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের মঝ্যে বিশ্ববীক্ষণ—এই হচ্ছে শিল্পীর সারাজীবনের কাম্য এবং সাধনা। তাই 'সমাজে চলচ্চিত্র' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি দ্বিধাহীনভাবে লেখেন—"...শিল্পকে শিল্প হতে হলে প্রথমে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়। তার পরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ। শিল্পকে সুন্দর হতেই হবে, কিন্তু সত্যকে বর্জন করে নয়। সে সত্য সামাজিক সত্য। মানুষের অভাব, প্রয়োজন, অনটন-এর উপরে দাঁড়াতে হবে শিল্পীকে।..."

খাতায় কলমে 'অযান্ত্রিক' ঋত্বিক কুমার ঘটকের প্রথম ছবি। সদ্য-স্বাধীন নবজাতক ভারতবর্ষের উপনিবেশোত্তর চেতনায় আধুনিকতা তখন দ্রুত গতিতে মিশছে। অযান্ত্রিক'কে এপিসোডিক ছবি বলা চলে। ছবির ন্যারেটিভ মূলত তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আমরা দেখি, তাঁর গাড়ি, জগদ্দলের ওপর বিমলের অসীম অপত্য স্নেহ। ছবির দ্বিতীয় পর্বে বিমলের নিঃসঙ্গ জীবন যেখানে সম্ভবত প্রথমবার অতিথির মতো কোনো নারী এসে পড়ে। কিছুটা ভুল করেই যেন সে এসে পড়েছে। কিন্তু, বিমলের জীবনে এই সময়ের আগে পর্যন্ত জগদ্দলের ওপর রাগ-অনুরাগ ছাড়া আর কোনো সুর ছিল না। যদিও শেষ পর্যন্ত এই সুর, বিমলের জীবনে সুখ ও আনন্দের মতোই দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠতে পারে নি, নাম-না-জানা মেয়েটির সঙ্গে বিমলের বিচ্ছেদের দৃশ্যের আগেই তার হৃদয় ওলোট-পালোট করে বিলীন হয়ে যায়। ছবির তৃতীয় পর্ব জুড়ে রয়েছে একাধিক ক্লোজ-আপ। বিমলের মুখের রেখার ক্রমাগত আন্দোলন দিয়েই পরিচালক আরেকবার উসকে দেন মানুষ ও যন্ত্রের আন্তঃসম্পর্কের প্রশ্নটি। প্রতিটি যন্ত্রের আবিষ্কারই পাল্টে দিয়েছে সমাজের দ্বন্দ্বগুলোকে, বদলে গেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো। একুশ শতকে এসে বলা যায়, যন্ত্র মানুষের শ্রম কমিয়েছে বটে কিন্তু তাকে নতুন করে নিঃসঙ্গ হতে বাধ্য করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আজ আমাদের একরকমভাবে সঙ্গ দেওয়া শুরু করেছে বটে, তবে সর্বার্থেই সে নির্জীব ও কৃত্রিম সঙ্গী। বিমলের জীবনে একটি মাত্র নারীর স্বল্পকালীন উপস্থিতিতেই সে টের পেয়েছিল যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা। নাহলে কি ছবির প্রথম পর্বের বিমল কখনও তার একমাত্র সঙ্গী জগদ্দলকে লোহার বাচ্চা বলে গালাগালি করে? যদিও শ্রেণি-সচেতন ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে এই সমস্ত ব্যাঞ্জনা নিহিত থাকলেও বিমলের শ্রেণিগত অবস্থানকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় কী? আর, এই শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে শেষ দৃশ্যে বিমলের প্রত্যাশার তাৎপর্যকে উপলব্ধি করা যায়, যখন জগদ্দলের বাদ পড়ে যাওয়া অঙ্গসমান হর্নটি একটি শিশু হাসিমুখে অনবরত বাজিয়ে চলে। ফিরে আসে ঋত্বিকের শব্দ ব্যবহারের অতুলনীয়

স্বাক্ষর। মানুষ ও যন্ত্রের আন্তঃসম্পর্কের সম্ভাবনার অনুসন্ধানে নেমে ঋত্বিক ঘটক অযান্ত্রিক-এ কি একই সঙ্গে তাঁর থিসিস ও অ্যান্টি-থিসিস দুটোই আমাদের দিয়ে যাননি?

'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীতাকে দেখি তা হলে দেখব ঋত্বিক যেন দেশভাগ-উত্তর মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তু চালচুলোহারা পরিবারের হাল নিয়ে গল্প বলছেন। 'দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম' এই সংলাপ যেমন বাস্তবের 'নীতা'কে প্রকাশ করছে আবার একই সঙ্গে তা কুমারসম্ভবকেও দর্শকদের ভাবনায় মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমরা ভাবতে অভ্যস্ত নীতার মৃত্যু যক্ষ্মা রোগে হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে যক্ষ্মায় মৃত্যুর মধ্যে বাস্তবতা কোথায়? তবে? ঋত্বিকের ক্যানভাস নিশ্চয়ই আমাদের কিছু জানাতে চায়। মেয়েদের এই সংগ্রাম ও ক্ষয়ের কাহিনি হয়ে দাঁড়ায় ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা। কেননা, প্রায় প্রতি মধ্যবিত্ত বাড়িতেই তখন ছিল এক জন করে নীতা; যে নীতারা পরিবারে প্রথম প্রজন্মের নারী যাঁরা বাইরে কাজে বেরিয়েছেন, নিজেদের আবেগ যৌবন স্বপ্ন সব সরিয়ে রেখে এক-একটা বড় পরিবারের দায় নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছেন। প্রতিশ্রুতিময় সফল ছাত্রী নিজের উচ্চাশী, নিরাপত্তাবোধের অভাবে দীর্ণ প্রেমিকের কাছ থেকে সম্পর্কের প্রত্যাশা তুলে নিয়ে তাঁকে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে দিচ্ছেন। স্নেহময়ী দিদিরা আদরের ভাইবোনদের মুখের দিকে তাকিয়ে, তাঁদের আনন্দের জন্য, নিজেদের জীবনের অকৃতার্থতা মেনে নিচ্ছেন। কুমার সাহনি এক বার লিখেছিলেন, "এই ছবির নায়িকা নীতা যেন সুরক্ষা ও যত্নের মুখ, বোন গীতা আবেগজর্জর ইন্দ্রিয়সুখের মুখ, আর তাদের মা নিষ্ঠুর স্বার্থচিন্তার মুখ।" তবে আসল কথা হল, নীতার মধ্যে এই তিন-কে মেলানো সম্ভব করতে দেয়নি সমাজ-সংসারের যে পরিস্থিতি, যে কারণে তার অন্য সব প্রবণতা বাদ দিয়ে কেবল 'যত্ন'টুকুই করার অবকাশ পেয়েছিল সে, সেই সমাজের ইতিহাসেই ধরা আছে নীতাদের জীবনের সত্যিকারের ট্র্যাজেডি। ছবিতে ক্রমশ নীতাও বুঝতে পারে তাকে আত্মত্যাগের একটি প্রতিমূর্তি হিসেবে গড়ে তোলা হয়। বাবা, দাদা বা সনৎ (নীতার প্রেমিক) যে যার জীবনে ব্যস্ত। নীতা একা! নীতার ভাবারও কোনও জায়গা আর নেই! সকলকে ভাল রাখার ভার যেন তারই কাঁধে, যা পুরুষতন্ত্রের একটি ট্র্যাপ। নীতার এই মন তার জীবনকে দেখতে চাওয়ায় এক ধরনের শূন্যতার জন্ম দেয়। নীতাকে দিয়ে ঋত্বিক যে narrative তৈরি করতে চাইলেন তখন ভারতবর্ষে এ নিয়ে কেউ ভাবত না। নীতা কোথায় যায়? অদৃশ্য হয়ে যায়! আমাদের ধর্মীয় ব্যবস্থায় কে বা কারা অদৃশ্য হয়ে যায়? চলে যায়? এই যে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পরে চলে যাওয়া, এই চার দিনের জীবন নাট্য। ছবিতে নীতার জন্ম জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন। সে এক দিকে যেমন জগজ্জননীর অংশ, অন্য দিকে আজাদগড়ের উদ্বাস্তু কলোনির এম এ সেকেন্ড ইয়ার ড্রপ আউট এক মেয়ে। ধর্মীয় বাতাবরণকে রেখে ঋত্বিক আধুনিক মানুষকে বিচার করেছেন, এটাই তাঁর কৃতিত্ব। এমন এক নারীর ছবি আঁকলেন তিনি যিনি সর্বকালের মুহূর্তগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন। ঋত্বিক চেয়েছিলেন, এই দীর্ণতাকে ভারতীয় সমাজের ছবি হিসেবে তুলে ধরতে। তাঁর শিল্পবোধের ভান্ডারে যত উপাদান আছে সব একত্র করে নীতার আর্তনাদকে বার বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, আমরা যখন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি অভয়ার মতো মর্মান্তিক ধর্ষণ ও হত্যা নিয়ে, যখন আরও অগণিত মেয়ের এমন অসহনীয় পরিণতি হয়তো আমাদের এই প্রচারমাধ্যম-অধ্যুষিত মস্তিষ্ক গ্রহণই করতে পারছে না, সে কথা জেনে, তেমন সময়ে কোনও একটা নতুন সূচনা কী ভাবে ভাবা সম্ভব? মনে হয়, আমাদের এখনকার এই 'মিডিয়াটাইজড' বা প্রচারমাধ্যম-প্রস্নাত জীবন ও রাজনীতির বিচিত্র কর্কশতায় তিনি হতভম্ব হয়ে পড়তেন। আমরা কি কল্পনা করতে পারি, ঋত্বিক ঘটক কী বলতেন সমাজমাধ্যমের এই আওয়াজসর্বস্বতা আর ফেক নিউজ-এর বিষাক্ততা দেখে? নিশ্চিতভাবেই, সহজ কোনও সমাধানে বা সিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখতেন

না তিনি। বরং জোর দিতেন যুক্তি তক্কো আর গপ্পো-র নীলকণ্ঠের মতো ওই কথাটায়; ‘কিছু একটা করতে হবে তো!’

‘সুবর্ণরেখা’তে ঋত্বিকের চরিত্রের নামগুলো সব মিথিক্যাল। সীতা, ঈশ্বর, কৌশল্যা। ছবির শেষ মুহূর্তে ঈশ্বর চক্রব্তীর ইন্দ্রিয়জ তাড়নায় বেশ্যালয়ে যাওয়া, সীতার ঘরে প্রবেশ করা এবং সীতার আত্মহনন। কিন্তু আত্মহত্যার পরেই ছবিতে একটা স্বর শোনা যায়; ‘হে রাম’। কে বলেছিল এই কথা? মৃত সীতা বলতে পারে না এই কথা। পুরুষ হিসেবে ঈশ্বর চক্রবর্তী বা দালালও বলেনি এই কথা। এটা ইতিহাসের কণ্ঠস্বর। ঋত্বিকের ছবিতে যেন আমাদের নাড়া দিয়ে যায়। যেন বলে যায়, রামচন্দ্র একদা অগ্নিপরীক্ষার নামে যে অন্যায় কাজটি করেছিলেন সেটা আজও হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর আজও সীতার ঘরে ঢোকার ফলে সীতাকে সতীত্বের চরম পরীক্ষা দিয়ে যেতে হচ্ছে। ঋত্বিক একইসঙ্গে পুরাণ আর বর্তমানকে ব্যাখ্যা করছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প গবেষক অমৃত গাঙ্গুর যথার্থই বলেছেন, “Ritwik Ghatak was the Euripidus of Indian Cinema.”

তাঁর ‘নাগরিক’ ছবির কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্রকে প্রথমবারের মতো দেখতে পাই আমরা শহর কলকাতার এক বিস্তৃত প্যানোরামিক দৃশ্যে ...ক্যামেরা প্যান করে দেখাতে থাকে সার দেওয়া ঝুপড়ি ও দোকান, আকাশছোঁয়া বাড়ি ও বস্তি, শহর জুড়ে বৈদ্যুতিক তারের কাটাকুটি, এবং দৈনন্দিন কাজে বেরনো সাধারণ মানুষের ভিড়ে ভরা রাস্তাঘাট... একটি লং শটে তিনি ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সে ভিড়েরই একজন, তাকে এক বৃদ্ধ মহিলাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করতে দেখি আমরা। পর্দার এই সাধারণ নাগরিক-নায়ক হেঁটে চলে সংকীর্ণ নোংরা গলি দিয়ে, ভিখারী ও পথশিল্পীদের পাশ দিয়ে বাড়ি পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করতে থাকে ক্যামেরা। এত কিছুর পরে যখন ক্যামেরা নায়কের মুখের উপর এসে স্থির হয়, ততক্ষণে দর্শকরা তাকে নিজেদেরই একজন হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেছেন। তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, পর্দার নায়ক তাঁদেরই মতন, কোনওভাবেই সে অসাধারণ, বীরত্বপূর্ণ, ধনী, বা সুদর্শন কিছুই নয়, অথবা অলীক কল্পনার জগতে কোনও রোমহর্ষক অভিযানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সে আসেনি। ঋত্বিকের সমস্ত চরিত্র তথা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তিনি আসলে এক জনপ্রিয় এবং অধঃপতিত চলচ্চিত্ররীতিকে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করছেন। সেই রীতির বৈশিষ্ট্যই হল, ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তির জীবন, তিনি ভাগ্যবিপর্যয় অথবা কোনও অদ্ভুত দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির শিকার হবেন এবং তারপর নিবিড় মনোযোগ সহকারে খুঁটিয়ে দেখা হবে সেই পরিস্থিতিকে। আবার এই খুঁটিয়ে দেখার অধিকারী একমাত্র তারাই, যারা যে কোনও উপায়ে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে আরও উঁচুতে বা দূরে সরে এসেছেন।

সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ঋত্বিকের ছবির দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে; এক, ঋত্বিকের নারী-ভাবনা, আর দুই, দেশভাগের পর ইতিহাসের ঘাতে-প্রতিঘাতে তৈরি হওয়া পূর্ব বঙ্গ/ পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর কর্মজগৎ ও কল্পনাজগতের সম্পর্ক। বিষয় দু'টিই দুরূহ, দু'টিই সহজে মীমাংসাযোগ্য নয়। তাঁর শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজ আবার আমরা টের পাচ্ছি এই দু'টি বিষয়ই সত্যিই কতটা জটিল, বুঝতে পারছি তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ও উত্তরাধিকার এখনও কত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দিয়ে চলেছে। সমসাময়িক কিংবদন্তি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ভাষায়, দেশভাগের ট্র্যাজেডি ছিল “...ঋত্বিক'স লাইফ-লং অবসেশন। ইট ইজ রেয়ারলি দ্যাট আ ডিরেক্টর ডুয়েলস সো সিঙ্গল-মাইন্ডেডলি অন দ্য সেম থিম। ইট ওনলি সার্ভস টু আন্ডারলাইন দ্য ডেপথ অব হিজ ফিলিং ফর দ্য সাবজেক্ট।” চলচ্চিত্র সমালোচক আশীষ রাজাধক্ষ্য তাঁর বই ‘A Return to the Epic’-এ লিখছেন “The raw experience of the event, particularly

the overwhelming sense of loss on seeing his motherland suddednly turn politically alien was etched deeply in his emotions.” ঋত্বিক প্রকাশ্যেই বলেছেন, তাঁর চোখে দেশভাগ-উত্তর সব বাঙালির পরিচয় ‘উদ্বাস্তু’।

ঋত্বিকের ইতিহাস-ভাবনাকে দু’ভাবে বোঝার চেষ্টা করা যায়। একদিকে দেশভাগের পর যে গভীর হারানোর বেদনা ও অনিশ্চয়তা তৈরি হল, তাঁর ছবিতে তা উঠে এল, কিন্তু তার সঙ্গে অন্যদিকে উঠে এল সেই সময়ের সঙ্গীত, আবেগ, কথোপকথনের ধারা, কল্পনার প্রসার; এবং তার মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত হল; রাজনৈতিক দেশ-বিভাগের পর উত্তর-ঔপনিবেশিক বাস্তব। আজকে তিনি থাকলে কী বলতেন? সাম্প্রতিক অতীতে আমাদের প্রতিবেশী জ্ঞাতি রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে যে গণ-অভ্যুত্থান আমরা দেখেছি, তা দেখে তিনি কী বলতেন? কী বলতেন আজকের সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদকে নিয়ে? বাঙালি জাতির যে সামূহিক অস্তিত্ব; এ নিয়ে তাঁর মনোভাব কী দাঁড়াত? কিংবা, ধরা যাক সময় যদি কথা বলতে পারত, তা হলে তাঁকে কী বলত আমাদের এই সময়; দেশভাগ নিয়ে তাঁর ওই ‘ট্র্যাজিক’ একবগ্গা মনোযোগ বিষয়ে?

ঋত্বিক তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাবেন ‘It is not an imaginary story’ অর্থাৎ তাঁর কথায়, ‘আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসিনি’। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে haunt করাবে, বোঝানো হবে যা দেখছেন তা একটা কল্পিত ঘটনা, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যেটা বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে, সেই থিসিসটা বুঝুন, যেটা সম্পূর্ণ সত্যি। সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্যই ঋত্বিক আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন বারবার। যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন, সিনেমা দেখে বেরিয়ে এসে বাইরের সেই সামাজিক বাধা বা দুর্নীতি বদলানোর কাজে লিপ্ত হয়ে ওঠেন, তাহলে শিল্পী হিসাবে ঋত্বিক ঘটকের সার্থকতা এখানেই। কারণ তিনি তাঁর প্রতিবাদকে চারিয়ে দিতে চান আপনার মধ্যেই। এবং এক্ষেত্রে তিনি ভীষণ সচেতন শিল্পী।

পছন্দের চলচ্চিত্র নির্মাতা সর্বোপরি শিক্ষকদের নিয়ে ঋত্বিক ঘটক লিখছেন, “চলচ্চিত্রশিল্পে আমি বলে নয়, যাঁরা পৃথিবীর সবচেয়ে সিরিয়াস শিল্পী এবং আমার বাংলাদেশেও যারা সিরিয়াস কাজ করেন, যাদের নাম-টাম আপনারা শুনেছেন-টুনেছেন, প্রত্যেকেই একজনের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেই ব্যক্তিটি হচ্ছেন সের্গেই আইজেনস্টাইন। আইজেনস্টাইন না-থাকলে আমরা কাজ-কম্মর ‘ক’-ও শিখতাম না। তারপর পুদভকিন সাহেব। পুদভকিন এসেছিলেন ১৯৪৯ সালে। তখন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল পুদভকিন-এর একটু পিছনে-পিছনে ঘোরা। এই পুদভকিন একটা কথা আমাকে বলে দিয়েছিলেন সে দিন, সেটা আমার শিক্ষার বেসিস। সেটা হচ্ছে যে ফিল্ম ইজ নট মেড। ফিল্মমেকিং কথাটা বাজে কথা। ফিল্ম ইজ বিল্ট। ব্রিক টু ব্রিক। যে-রকম ভাবে একটা বাড়ি তৈরি হয়, ফিল্ম তেমনই শট বাই শট কেটে-কেটে তৈরি হয়। ইট ইজ বিল্ট, ইট’স নট মেড।” এখানে আরেকজনের কথাও তিনি বলছেন। তিনি লুইস বুনুয়েল। লিখছেন, “ছবি কী, এই ক’টা লোক থেকে আমি পেয়েছি”।

ঋত্বিক শিল্পের যে’কটি পথে তিনি হেঁটেছিলেন; গল্প, নাটক এমনকি প্রবন্ধ তার চেয়ে সিনেমায় তাঁর উদারতা অনেক বেশি। যেখানে তিনি পরীক্ষানিরীক্ষার কাজটি চালিয়ে গেছেন আজীবন। সেই কারণে যন্ত্রসভ্যতা বনাম মানবসভ্যতার কথা বলেন ‘অযান্ত্রিক’-এ, ‘মেঘে ঢাকা তারা’য় নীতার মা-কে আঁকেন, ‘সুবর্ণরেখা’য় পুরাণের ছাপ স্পষ্ট মাধবী মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে কিংবা ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্প’তে এসে তিনি আরও মানবিক হয়ে ওঠেন। তাঁর চলচ্চিত্রের মোড়কে হাজির হয় কাঁটাতারের রক্তাক্ত গল্প। গভীর প্রেমের দৃশ্যেও তখন মূল্যবান হয়ে ওঠে ওপার বাংলার চলে যাওয়া ট্রেন আর আগমনী-বিজয়ার গ্রামীন সুর। প্রেমের

কথা বলতে গিয়ে নিজেই লিখছেন, ''আমি কোনো সময়েই একটা সাধারণ পুতু-পুতু মার্কা গল্প বলি না—যে একটি ছেলে একটি মেয়ে প্রেমে পড়েছে, প্রথমে মিলতে পারছে না, তাই দুঃখ পাচ্ছে, পরে মিলে গেল বা একজন পটল তুলল; এমন বস্তাপচা সাজানো গল্প লিখে বা ছবি করে নির্বোধ দর্শকদের খুব হাসিয়ে বা কাঁদিয়ে ঐ গল্পের মধ্যে ইনভলভ করিয়ে দিলাম, দু'মিনিটেই তারা ছবির কথা ভুলে গেল, খুব খুশি হয়ে বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল; এর মধ্যে আমি নেই।'' ঠিক এখানেই তিনি এক এবং অনন্য।

নগরায়ন, তার গতিময়তা ও বিনোদনের এই সময়ে সিরিয়াস চলচ্চিত্র চর্চার সংস্কৃতিকে কতটা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব? ফিল্ম সোসাইটির এক প্রবীণ কর্মকর্তার মতে, ''আমাদের উল্লম্ব বৃদ্ধি যতটা হয়েছে, আনুভূমিক বৃদ্ধি তার ধারেকাছেও নয়।'' হ্যাঁ, চলচ্চিত্র চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বেড়েছে। ঠিকই, কিন্তু, চলচ্চিত্র চর্চার প্রাথমিক বিকাশ যে সামাজিকতার গর্ভে লালিত হয়, যে তর্কমুখরতা জন্ম দেয় সিনেমার প্রাণপ্রতিমাকে, তার ক্ষয়িষ্ণুতা আজ সর্বব্যাপ্ত। এখন আর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কোনও ছবিকে নিয়ে কলেজ ক্যান্টিনে, চায়ের দোকানে বা অন্য কোনো আড্ডায় তর্কের তুফান ওঠে না। এ কথা ঠিক এখন নেটফ্লিক্স, মুবি প্রভৃতির সৌজন্যে ঘরে বসে বিশ্বের বিভিন্ন ঘরানার ছবি দেখা সম্ভব। একটু পুরনো ক্লাসিক তো বিনা দক্ষিণায় ইউটিউবেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু দেখতে পেলেই তো হল না, ভাল সিনেমা দেখা একটা পরিপূর্ণ বোধের সাধনা। তার জন্য দর্শককে প্রস্তুত হতে হয়। নয়তো আজ যদি আমি হঠাৎ কিম কি দুক বা তারকোভস্কির ছবি দেখতে বসি আমার মনোযোগ তা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না। যদিও বর্তমান প্রজন্মের পরিচালকরাও তাঁদের মতো করে লড়াইটাকে জারি রেখেছেন।

একটা বিষয় উল্লেখ করলে বোঝা যাবে বাণিজ্যিক ও অভিজাত গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা কিভাবে সুচারু প্রক্রিয়ায় যেকোনও বৈপ্লবিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টাকে যেনতেন প্রকারে প্রতিহত ও দমন করে। 'পথের পাঁচালি' দিনের আলো দেখার অন্ততঃ তিন বছর আগেই চলচ্চিত্রের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক সম্পদতুল্য ছবি শেষ করে ফেলেছিলেন ঋত্বিক ঘটক, ছবির নাম 'নাগরিক'। তৈরির পর পঁচিশ বছর ধরে ছবিটি কোনও স্যাঁতসেঁতে গুদামে বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে ছিল যা ১৯৭৭ সালে, স্রষ্টার মৃত্যুর এক বছর বাদে সেই ছবি পুনরুদ্ধার করে একটি প্রিন্ট নেওয়া সম্ভব হয়। তারও পরে, ভারতের নানান শহরে ছবিটির প্রদর্শনী চলাকালীন লোকজন বুঝতে পারল ঋত্বিকের পরবর্তী কর্মজীবনের প্রতি কী পরিমাণ অবিচার করা হয়েছে। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি , 'সুবর্ণরেখা' মুক্তি পাবার আগে তিন বছর ঠাণ্ডাঘরে পড়েছিল। ১৯৭০ সালে বানানো 'আমার লেনিন' নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ১৯৭১ সালে সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেলেও, জনসাধারণের জন্য এখনও মুক্তি পায়নি। এমনকি তাঁর শেষ ছবি 'যুক্তি, তক্ক, গপ্পো' (১৯৭৪), সেন্সর বোর্ডে বিস্তর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল।

ঋত্বিক দেখিয়েছিলেন যে সিনেমার ক্যামেরা শুধুমাত্র এক বিনোদনের যন্ত্র নয় বরং সে হতে পারে একাধারে একজন ভাষ্যকার, দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সমালোচক এবং কবি। তার সার্থকতা একদল চরিত্রের জীবনের জানালা হয়ে নয় বরং মানুষের বেঁচে থাকার একজন সাক্ষী হয়ে। কীসের সাক্ষ্য? গল্প বলা, স্মৃতি, প্রত্যাখ্যান, গ্রহণ, প্রশ্ন, প্রতিবাদ, পরাজয় ও জয়ের। এইভাবে ঋত্বিক ভারতীয় সিনেমাকে দিলেন এক স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যমের ধারণা এবং শেখালেন এই নতুন ভাষাটির সচেতন ব্যবহার। 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮) থেকে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৯), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) হয়ে 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬২) পর্যন্ত ঋত্বিক তার গল্পের দাবি অনুসারে তাঁর শিল্পের প্রকাশভঙ্গি বারংবার নতুন কাঠামোয় গড়েপিটে নিয়েছেন। এভাবেই তাঁর নিজস্ব শিল্পরীতি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিকশিত হয়েছিল। সংলাপ, সঙ্গীত এবং দৃশ্য কেবলমাত্র

‘গল্প’কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাহন হয়ে থাকে না। এই প্রতিটি উপকরণের রয়েছে এক নিজস্ব জীবন, সবগুলির সংমিশ্রণ থেকে স্বতন্ত্র। প্রত্যেকটি উপকরণই নিজস্ব গতিতে, নিজের পথে এগিয়ে যায় যেমন, তেমনই চলচ্চিত্রের সামগ্রিকতায় তাদের প্রভাব পড়ে, এবং একইসঙ্গে সেই সামগ্রিকতা থেকেই আবার জন্ম নেয় উপকরণগুলো। যেমন সংলাপ এবং সঙ্গীত মাঝে মাঝে ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী ধারা অনুসরণ করে এগোয়, দুটিই নিজেদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে চলে, এবং উভয়ের সংঘর্ষের মাধ্যমে জন্ম নেয় তৃতীয় এক গভীরতর অর্থ। তিনি বিষয় হিসেবে বেছে নেন, বাস্তব জীবনের কিছু অতি সাধারণ পরিস্থিতিদের, যেগুলোতে এমনকি চরম আবেগঘন মেলোড্রামার উপাদানও রয়েছে, কিন্তু সেগুলিকে এমনভাবে ঐতিহাসিক ভিত্তি দিয়ে পর্দায় ফুটিয়ে তোলেন, যে দর্শকদের প্রতিক্রিয়ায় সহানুভূতি অথবা বিদ্বেষ সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির ফুটিয়ে তোলা রসে আর সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আমাদের শ্রেণিজর্জর সমাজের বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত হিসেবে পাওয়া যন্ত্রণা, কষ্ট, নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের প্রতিধ্বনি ও প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ছবির চরিত্ররা সারা জীবন জুড়ে চরম আঘাত এবং যন্ত্রণাদায়ক বিবিধ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। সেসব দেখিয়ে কাহিনীর শেষের দিকে তিনি বলেন, জীবন থেমে থাকে না। রিফিউজি ক্যাম্প, কলোনি হয়ে এখন পাড়া হয়েছে, কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার দুঃখবোধ, বেঁচে থাকার লড়াই আজও প্রায় একই। কৃষকের ছবি, শ্রমিকের ছবি মূলধারার বাংলায় আজও ক'টা হয়, যার কথা বলেছিলেন ঋত্বিক? সমাজে আজও ধর্ম খেয়ে ফেলে খিদেকে, আর ক্লান্ত মধ্যবিত্ত গা-বাঁচিয়ে রূপকথা হাতড়ায়। মূলধারার বেশিরভাগ ছবিতে তাঁরই কথা অনুযায়ী— ‘..তার মাঝখানে মেক-আপে এইসব সাজিয়ে গুজিয়ে গড়া মেয়ে আর কতগুলি কাল্পনিক চরিত্রের ছেলেগুলো এবং তাদের ভিত্তিতে এরা একটা স্বপ্নরাজ্য করে তুলল।’ ঠিক এইখানেই ঋত্বিক ঘটকের ছবিগুলি আজও বড়ো প্রাসঙ্গিক, যাঁর ছবিতে বাংলার ঘাটে-আঘাটায় শুধু মানুষ, মানুষ আর মানুষ।

১৯২৫। যে বছর তিনি দিনের আলো দেখেন সেই বছরেই মুক্তি পায় সের্গেই আইজেনস্টাইনের ‘ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন’ এবং চার্লি চ্যাপলিনের ‘গোল্ডরাশ’। দু'জনেই তার আমৃত্যুপ্রিয় মানুষ। এই বছর তাঁর জন্ম শতবর্ষ। আশ্চর্য সমাপতন। এ বছর ঘটনা পরম্পরায় এপাড় বাংলায় হচ্ছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন সংক্ষেপে SIR। তাঁর তিনটে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সিনেমা মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার এবং সুবর্ণরেখা যে ট্রিলজির পরিচিত পায়, তা বাংলা ভাগের যে যন্ত্রনাযজাত তা তাঁর বুকের পাঁজরটাকে দুমড়েমুচড়ে দেয়। তা যেন তাঁর কাছে শুধু শারীরিক বা চাক্ষুষ নয়, তার থেকেও বেশী কিছু। এক ধরনের সব হারানোর দিশাহীনতা, গভীর অনিশ্চয়তা, ছিন্নমূল চেতনা, পরিচিতিহীনতা এই সবকিছু আবর্তিত হয়েছে তার তৈরি চিত্রনাট্যে। ‘নাগরিক’ এর পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর চরিত্ররা যেন ছুটে চলেছে ভিটের খোঁজে। ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ তে হেডমাষ্টার এর ছেলেও যেমন একদিকে ফিরে আসে ভিটের টানে তেমনই অন্যদিকে ‘মেঘে ঢাকা তারা’র নীতাকেও ঘর ছাড়ার যন্ত্রনা পেতে হয়েছে অসুখের কারণে, সুবর্ণরেখা'য় প্রতিনিয়ত যেন ফিরে ফিরে এসেছে ঘর খোঁজার কথা। পরিচিতি পাওয়ার আকুতি। দেশভাগ উত্তর সেই নাগরিক যন্ত্রনার স্মৃতি আজ এই পরিসরে যেন আবার উসকে উঠছে। মাথাচাড়া দিচ্ছে ইতিহাস বিকৃতির ফন্দি। আজকে দেশভাগের ইতিহাসকে আবার পড়ে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সৌজন্যে সেই সত্যের বিনির্মাণ। এটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, যে সাম্প্রদায়িকতার ছোবলে বাঙালি সেদিন জর্জরিত হয়েছিল, তার বীজ উপ্ত হয়েছিল দেশভাগের দিনপঞ্জিকা লেখার বহু আগে। গত শতকের তিরিশের দশক থেকেই ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি যেমন শক্তিশালী হতে শুরু করেছিল তেমনই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব প্রকট হচ্ছিল। এই পরিসরে

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ গুরুত্ব হারাতে বসেছিল এই দুই যুযুধান পক্ষের মধ্যে। এই বঙ্গদেশের যে একটা বহুজাতিক সত্ত্বা রয়েছে, এর বিভিন্নতা, বৈচিত্র্যকে স্বীকার করার দায়্যতা দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। গৌণ হয়ে পড়েছিল বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। বাঙালিকে ধর্মনিরপেক্ষভাবে জাতিসত্ত্বা দেওয়ার প্রশ্নে সংখ্যাগুরু রাজনৈতিক স্বার্থের সদিচ্ছার অভাব ছিল প্রকট। বাঙালির নিজস্ব জমি, তার অখণ্ড ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি এমনকি অর্থনীতিকেও অগ্রাহ্য করা হয়েছে ধর্মীয় মেরুকরণের অলাতচক্রে। এতদসত্ত্বেও তেভাগা আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, রশিদ আলী দিবসকে কেন্দ্র করে বাংলার গ্রামে গঞ্জে মানুষ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর একটা অংশ সংকীর্ণ স্বার্থে কালনেমির লঙ্কাভাগের মতো করে বাঙালি জাতিসত্ত্বার হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' উপন্যাস-এ কিছুটা এই সময়কে খুঁজে পাওয়া যায়। এটা বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য যে সেই রূঢ় বাস্তবকে প্রতিরোধ করা যায়নি। আজ দেশভাগের ইতিহাসকে আমরা যে ভাবেই পড়ি না কেন, কিংবা ব্যক্তিমানুষ হিসাবে আমরা একক ভাবে বা সম্মিলিত ভাবে যে যার মতো পথেই নিজেদের ভবিষ্যৎকে ভাবি না কেন; এটাই হয়তো আমাদের জন্য ঋত্বিকের বার্তা যে মানুষ ও তাঁর জীবন-জীবিকা যাই হোক না কেন, পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার রাজনীতির পাকচক্রে পড়ে তা বিভ্রান্ত হয়, বিচ্ছিন্ন হয় আর তাই সহজেই আক্রান্তও হয়। তাই আজকের বাস্তব পরিস্থিতিতে যেখানে NRC হোক আর SIR, বঙ্গ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যে কুনাট্যের বাইনারি তাতে চাপা পড়ে যাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, বেকারত্ব, সাধারণ মানুষের বঞ্চনা, অভাব অভিযোগ; উল্টোদিকে প্রাধান্য পাচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা, নয়া ফ্যাসিবাদী প্রবণতা, ধর্মীয় মেরুকরণ, প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক তোষণের নির্লজ্জতা। ক্রমবর্ধমান এই পঙ্কিলতায় বিচ্ছিন্নভাবে গা-বাঁচিয়ে থাকা এক অর্থে মূঢ়তা। সঙ্ঘবদ্ধভাবে চলমান প্রতিবাদ প্রতিরোধের বিকাশের জন্য ঋত্বিকের ভাষ্য আবার পড়ে দেখার সময় হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

লিঙ্গ বৈষম্য-নারী সুরক্ষা-সমানাধিকার ঃ প্রকৃত চিত্র ও ভবিষ্যৎ

রিম্পা সাহা

আজকের সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার ক্রমবর্ধমান যুগে 'লিঙ্গ বৈষম্য' শব্দটি সম্পর্কে অনেকেই ওয়াকিবহাল। লিঙ্গ বৈষম্যের সংজ্ঞা সহজে ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয় আধুনিক সমাজে লিঙ্গের ভিত্তিতে নারীরা পরিমাণযোগ্যভাবে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। এর মূলে রয়েছে বেশিরভাগ সভ্যতার সূচনাকাল থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজদ্বারা নারীদের উপর ঐতিহাসিকভাবে নিড়ীপন—যা রেশ এখনও বিদ্যমান। শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র এমনকি পারিবারিক পরিমণ্ডল—সর্বত্রই নারীরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন।

লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকারভেদ:—লিঙ্গ বৈষম্য বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান এবং পরিবেশ, সংস্কৃতি তথা সুযোগেরই উপর নির্ভর করে ব্যক্তিদের উপর ভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই বৈষম্যগুলি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং নেতৃত্বের ভূমিকায় প্রবেশাধিকার সীমিত করে। সমাজে এই ব্যবধানগুলির সঙ্গে লড়াই করা তথা এই ব্যবধানগুলি হ্রাস করার জন্য লিঙ্গ বৈষম্যের কারণগুলি ধরণ বোঝা আবশ্যক—

১) শিক্ষাগত বৈষম্য—অনেক ক্ষেত্রে বিশেষত প্রান্তিক অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার সীমিত সুযোগ।

২) অর্থনৈতিক বৈষম্য—অসম বেতন, কম চাকরির সুযোগ এবং আর্থিক নির্ভরতা।

৩) রাজনৈতিক বৈষম্য—রাজনীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় নারীর প্রতিনিধিত্বের অভাব।

৪) স্বাস্থ্য বৈষম্য—স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস এবং গবেণায় লিঙ্গ পক্ষপাত।

৫) সামাজিক বৈষম্য—লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, স্টেরিওটাইপ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ।

ভারতে লিঙ্গ বৈষম্য—গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান—

ক) সামগ্রিক লিঙ্গ বৈষম্য—২০২৩ সালের লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন অনুসারে, লিঙ্গ সমতার দিক থেকে বারত ১৪৩টি দেশের মধ্যে ১২৭ তম।

খ) সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈষম্য—

● মাতৃ-মৃত্যুর হার (MMR) —ভারতের রেজিস্টার জেনারেল কর্তৃক প্রকাশিত MMR সম্পর্কিত বিশেষ বুলেটিন অনুসারে ২০১৮-২০ সময়কালে ভারতের MMR প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মের ক্ষেত্রে ৯৭ জন।

● বাল্যবিবাহ—জাতীয় পরিবার-স্বাস্থ্য জরিপ (NFHS-5, 2019-21) অনুসারে ২০-২৪ বছর বয়সী ২৩.৩% মহিলা ১৮ বছর বয়সের আগে বিবাহিত ছিলেন।

শিক্ষা—NFHS-5 (2019-21) অনুসারে, মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৭০.৩% যেখানে পুরুষের ক্ষেত্রটির ৮৪.৫%।

গ) অর্থনৈতিক বৈষম্য—কর্মসংস্থান—PLFS রিপোর্ট অনুসারে ২০২১-২২ সালে কর্মক্ষম বয়সী (১৫ বছর এবং তার বেশি) মহিলাদের মাত্র ৩২.৮% শ্রমশক্তিতে ছিলেন।

● অনানুষ্ঠানিকীকরণ—আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে, ভারতে ৮১.৮% নারী কর্মসংস্থান অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীভূত। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারতের বেশিরভাগ মহিলা কর্মী উচ্চ বেতনের চাকরিতে যোগ দিতে পারছেন না।

● মজুরি বৈষম্য—ভারতে লিঙ্গ বৈষম্য বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গ্লোবাল লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন ২০২১ অনুরারে, ভারতে নারীদের গড়ে পুরুষদের আয়ের ২১% বেতন দেওয়া হতো।

● নারী সুরক্ষা ও সমানাধিকার—বর্তমানে নারীদের সুরক্ষা ও সমানাধিকার নিশ্চিত করা একটি বিশ্বব্যাপী লড়াই যেখানে আইনগত কাঠামো তৈরি হলেও বাস্তবে অনেক নারীই সহিংসতা, বৈষম্য দ্বারা আক্রান্ত তথা সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সিডাও (CEDAW) সনদ এর মতো আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিলেও অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাধার কারণে মন্থর এবং অনেক ক্ষেত্রে সংঘাত, কর্তৃত্ববাদ এই প্রগতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

নারীর সুরক্ষার পরিস্থিতি:-

● হিংসার ভয়—অনেক নারীই সমাজে, বিশেষ করে প্রকাশ্য স্থানে অনিরাপদ বোধ করেন, যা বিশ্বব্যাপী অনেক দেশের নারী নিরাপত্তা সূচকে প্রতিফলিত হয়।

● পারিবারিক সহিংসতাঃ- পারিবারিক সংহিতা থেকে সুরক্ষা (protection of Women from Domestic Violence) আইনের মতো বিশেষ আইন থাকা সত্ত্বেও অনেক নারীই এখন এর শিকার হন।

● আইন সুরক্ষার অভাব:- যদিও অনেক দেশে নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশিত করার জন্য আইনও মন্ত্রক কাজ করে, তবুও অনেক ক্ষেত্রে এই আইনগুলি কার্যকর করা এবং সমাজের সকল স্তরে এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

নারীর ক্ষমতায়ন:-

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে মূলত সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে নারীরা নিজের জীবনের উপর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে এর মধ্যে রয়েছে নারীদের মধ্যে আত্মমুল্যবোধের বিকাশ, তাদের নিজস্ব পছন্দ নির্ধারণের ক্ষমতা। ইউরোপীয় লিঙ্গ সমতা ইনস্টিটিউটের মতে, নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে, বিস্তৃতভাবে নিম্নলিখিত পাঁচটি উপাদান জড়িত—

১) নারীর আত্মমর্যাদাবোধ।

২) তাদের পছন্দ করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার।

৩) সুযোগ ও সম্পদের ব্যবহারের ও অর্জনের অধিকার

৪) ঘরের ভেতরে ও বাইরে, নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকার অধিকার।

৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আরও ন্যায়সঙ্গত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরির জন্য সামাজিক পরিবর্তনের দিকে নির্দেশনাকে প্রভাবিত করার তাদের ক্ষমতা।

নারীর সমানাধিকারের পরিস্থিতি:- বিশ্বজুড়ে নারী সমানাধিকারের অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও এখনও অনেক নারী ও মেয়ে বৈষম্য, সহিংসতা, শিক্ষার সুযোগের অভাবের সম্মুখীন হয়। যা মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের তাদের দুর্বল সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে নির্দেশ করে।

● অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা—অনেক নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং উন্নত জীবিকা থেকে বঞ্চিত হন, যা তাদর সমাজে সমান সুযোগ পেতে বাধা দেয়।

● সম্পদের অসম বন্টন—অনেক সমাজে সম্পত্তির মালিকানায় নারীদের অধিকার অত্যন্ত কম, যা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বড় বাধার সৃষ্টি করে।

বর্তমান চ্যালেঞ্জ:—

● আইনি কাঠামো ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য:- আইনগতভাবে সমতা নিশ্চিত করা হলেও, বাস্তবে সমাজের বিদ্যমান লিঙ্গভিত্তিক কুসংস্কার এবং ক্ষমতা কাঠামো নারীদের সমানাধিকার অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।

● সংঘাত ও কর্তৃত্ববাদ প্রভাব—ক্রমবর্ধমান সংঘাত এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনের কারণে অনেক দেশে নারীর অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তারা আরও বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

● সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাঃ- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যগতভাবে নারীর প্রতি বিদ্যমান পক্ষপাতিত্ব নারী ক্ষমতায়নের পথে একটি বড় বাধা, যার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার মাধ্যমে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

বিশ্ব তথা ভারতে নারীর বর্তমান পরিস্থিতি:- কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি লিঙ্গবৈষম্য বিশ্বজুড়ে বেড়েই চলেছে বিশেষত সহিংসা ও শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে আইনি অধিকারে বড় তারতম্য বিদ্যমান ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবসের আগে 'উইমেন বিজনেস এ্যান্ড দ্য ল' শিরোনামে ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুসারে দেখা গেছে পুরুষ যত আইনি অধিকার ভোগ করেন, নারীরা তার মাত্র ৭৪% শতাংশ ভোগ করেন। ১৯০টি দেশে নারীর জন্য আইনি সংস্কারে বৈষম্য ও তার বাস্তব পরিণতির পর্যালোচনা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অধিকার নারীদের ভোগ করার কথা, কিন্তু বাস্তবে সেই অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য যত প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া পদ্ধতি আবশ্যক দেশগুলিতে গড়ে তার ৪০ শতাংশেরও কম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এবং লিঙ্গবৈষম্য অব্যাহত থাকায় নারীদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। নারীরা যাতে কন্যা, মা, স্ত্রী এবং পুত্রবধূ হিসাবে তাদের ঐতিহ্যবাহী লালন-পালনের ভূমিকা কার্যকরভাবে পালন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য একজন নারীর শক্তিকে জাগানো হচ্ছে। অনদিকে পুরুষ প্রতিপক্ষের উপর তাদের সম্পুর্ণ নির্ভরতা নিশ্চিত করার জন্য 'দুর্বল এবং অসহায় নারী'-এর স্টিরিওটাইপটি লালন-পালন করা হচ্ছে।

লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা:- নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের সম্মেলন (CEDAW)-এর সাক্ষরকারী দেশ হলো ভারত। ১৯৮০ সালের ৩০ জুলাই এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯৯৩ সালের ৯ জুলাই এটি অনুমোদিত হয়।

সম্মেলনে বলা হয়েছিল নারী ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণসমতা অর্জনের জন্য সরকারকে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভারতের প্রেক্ষাপটে, লিঙ্গ সমতার নীতি দেশের সংবিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেখানে লিঙ্গ নিশ্চয়তা এবং দেশকে নারীর পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা হয়েছে।

ভারতে লিঙ্গবৈষম্য ও নারীর সমানাধিকারের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে—

১) শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি

● সকল স্তরে লিঙ্গ সংবেদনশীল শিক্ষাপ্রদান করা যা ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে।

● নারী ও পুরুষের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার।

● শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যিক। এক্ষেত্রে উল্লেক্য জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-তে লিঙ্গ সমতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও আর্থিকভাবে সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠীর ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষার ন্যায় সংগত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

● বিদ্যমান আইনগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, সেই সাথে প্রয়োজন নতুন আইন

প্রণয়ন করা।

● নারী ও কন্যা শিশুদের প্রতি সহিংসতা, হয়রানি এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা আবশ্যক। পকসো আইনকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় ধর্ষণ ও যৌন হেনস্থ সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ফাস্টট্র্যাক স্পেশাল আদালত গঠন করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার 'মিশন শক্তি' নামে একটি কর্মসূচীও চালু হয়েছে।

● পারবারিক সহিংসতা, পণপথা এবং অন্যান্য সামাজিক কুফলগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন:—

● নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করা দরকার। মহিলা কর্মীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য মহিলা শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে।

● নারীদের জন্য ঋণ ও আর্থিক পরিষেবা সহজলভ্য করা প্রয়োজন। মহিলাদের নিজস্ব উদ্যোগ প্রতিষ্ঠায় আরও কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে।

● স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং অন্যান্য উদ্যোগের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে উৎসাহিত করতে হবে। পরিযায়ী মহিলা শ্রমিক, সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:-

● পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও লিঙ্গ বৈষম্যর কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

● নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি সামাজিক পরিবেশ তৈরি করা দরকার।

● গণমাধ্যমে লিঙ্গ সমতার বার্তা প্রচার করা এবং নারী-পুরুষের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা দরকার।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন:-

● স্থানীয় সরকার থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা দরকার।

● রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার। নারীকে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক পদে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার।

স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা:-

● নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক।

● কন্যাশিশুদের প্রতি যত্ন ও মনোযোগ দেওয়া এবং তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভারতে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করা এবং নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি যথার্থ সংবেদনশীল তথা মানবিক হলেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব।

সামগ্রিক আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে শ্রেণি শোষণ ও পিতৃতন্ত্রের সনাতনী শেকল থেকে মুক্তির সংগ্রামে এখনও অনেক পথ পার হতে হবে। শ্রেণি সংগ্রামের যে পিতৃতন্ত্র-বিরোধী চরিত্র, তা নিজে থেকে গড়ে ওঠে না, এটি একটি সংগঠিত প্রক্রিয়া যা কিনা শ্রেণি গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নারী আন্দোলন এবং শ্রেণিসংগ্রামের পারস্পরিক রূপান্তর তাদের মতাদর্শ এবং পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্রের মধ্যেকার আন্ত-সম্পর্কের বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করে। পিতৃতন্ত্র প্রথাগত লিঙ্গভিত্তিক শ্রমের বিভাজনের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ককে গড়ে তোলে। পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ব এবং বৃহৎ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে শ্রমজীবীর শোষণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ

রয়েছে। শ্রেণি গঠনের প্রক্রিয়াটি নিজেই চরিত্রগতভাবে একটি লিঙ্গায়িত প্রক্রিয়া। কারণ পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক যোগাযোগ নারীর মজুরিবিহীন কাজের উপর ন্যস্ত যা কিনা সামাজিক পুনরুৎপাদনের ভিত্তিটি তৈরি করে। উপরন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা পরিবারের গঠনের প্রভাব মজুরির শ্রমে নারীর তুলনামূলকভাবে কম যোগদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। নারীর মজুরিবিহীন এবং মজুরি শ্রমের মধ্যেকার অসামঞ্জস্য যোগসুত্রটি আসলে মূলধন, শ্রম এবং বিভিন্ন পদ্ধতিগত প্রকাশের মধ্যে থাকা তার প্রকাশের কাঠামোগত দ্বন্দ্বের ফল। Capital accumulation এর বৃহত্তর প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত বৈষম্যের শিকার হওয়ার কারণে নারীদের সংখ্যা শ্রমজীবী শ্রেণির নির্দিষ্টভাবে সবচেয়ে শোষিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি। ক্ল্যাসিকাল প্রাচীনকালের পরিবার হল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ, কিন্তু পরিবারের বাইরের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তা একগামীর মতো করে স্থিত থাকে। সেজন্যই 'পরিবারের মধ্যে চলা বৈরিতা' পরিবারের বাইরের বা সমাজের মধ্যেকার শক্তি দ্বারা প্ররোচিত হয়। বহু নারীবাদীই হামেশাই যুক্তি দেন যে, মজুরির কাজে নারীদের প্রবেশাধিকার তার পরিবারে প্রচলিত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিধিরীতির কারণে সীমিত ছিল। কিন্তু এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমানিত যে, দলিত এবং আদিবাসী নারীরা বাইরে যেতে এবং কাজ করার জন্য এমন কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি, বরং তাদের কাজে যোগদানের হার অন্য যে কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর যোগদানের চেয়ে বেশি ছিল। তবুও তা পিতৃতন্ত্রের মাজা ভাঙতে পারেনি, বরং পুরুষের আধিপত্য ও ক্ষমতা টের পাওয়া যায় সাধারণ মানুষের পরিসরে বর্ধিত মজুরিবিহীন কাজ এবং যৌন শোষণের মাধ্যমে। শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসগুলো ব্যক্তিগত নৈতিকতা লঙ্ঘন করে, উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা এবং লাভের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়, বস্তুগত, আদর্শগত এবং সামাজিক আধিপত্যের কারণে পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের ওপরের স্তরে নির্দিষ্ট জাতি এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর উপস্থিতি ঘটেছে। শ্রেণি-দ্বন্দ্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃতন্ত্রকেও একটি বৈরিতা হিসাবে চিহ্নিত করা দরকার। তারসঙ্গে এটাও ঠিক যে সম্পত্তির মালিকানাকে পরিবারের মধ্যে 'সুপ্ত দাসত্ব'-এর জন্ম হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। সেই অর্থে দেখলে, নারীবাদীদের দ্বারা পিতৃতন্ত্রকে ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করা এবং ব্যাখ্যা করার পথে কেন্দ্রীয় বিষয় হল শ্রেণির প্রশ্ন যা আদতে মালিকানার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যুক্ত। বর্তমানে যে সংখ্যাগুরু আধিপত্যবাদ দেশের সংবিধানের ওপর দুর্যোগের মতো ঘনিয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে এই পরিসরে তাই নারীর অধিকার, ক্ষমতায়নের চ্যালেঞ্জটা সত্যিই কঠিন।

"আমাদের যেতে হবে দূরে বহুদূরে (যেতে হবে)
জীবনের শেখা পাঠ সাথে করে আলোর শিখায়,
এসেছি এতটা দূর কাঁটা পথ মাড়িয়ে দু'পায়ে যেতে হবে
যেতে হবে মা'র কাছে অতীত জঠর থেকে নেমে
তাঁর কাছে আমাদের সমস্ত প্রণিপাত মেনে
যেতে হবে..."

—চেরাবান্দা রাজু (ভাষান্তরঃ- প্রদীপ গোস্বামী)

কেন্দ্রীয় কমিটির সভা

গত ৮/১১/২০২৫ তারিখে মৌলালিস্থিত 'স্টুডেন্টস হেলথ হোম' সভাকক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি দিব্যসুন্দর ঘোষ ও অন্যতম সহ-সভাপতি জরিতা দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। চলমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণসহ বিগত কর্মসূচীর পর্যালোচনা ও আশু করণীয় সম্পর্কিত বিভিন্ন সুপারিশ সম্বলিত এ্যাজেন্ডা নোটকে কেন্দ্র করে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ১৭টি জেলার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিভিন্ন জোনাল সম্পাদকবৃন্দ এবং বিভিন্ন জেনাল সম্পাদকবৃন্দ এই প্রস্তাবনার উপর তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সমগ্র আলোচনাকে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক সুদীপ সরকার। সভার আলোচ্য এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নীচে সংক্ষেপে বিবৃত করা হল।

১) পরিস্থিতি: শারদীয়া উৎসব ও দীপাবলীর পর এই কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। ১৯তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলনের পর এক বছর সময়সীমা অতিক্রান্ত। বিগত এই একবছরে পরিস্থিতির ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন সুস্পষ্ট নয় বরং সঙ্কটের আবর্ত আরও বিস্তৃত হয়েছে। গাজার যুদ্ধবিরতির পর আবার একতরফা আক্রমণ নিলজনক। প্রতিবেশী দেশগুলোতেও অস্থিরতা বিদ্যমান। একতরফাভাবে ট্রাম্প এর টেরিফ-টেরোরিজম বিশ্ব বানিজ্যকে ব্যাহত করছে যার প্রতিরোধে ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো তাদের মতো করে সমস্যা নিরসনের জন্য উদ্যোগী। যদিও তাদের কোনো কোনো সদস্যের মধ্যে দোদুল্যমানতা, তোষামোদির লক্ষণ এখনও বিদ্যমান। দেশের বিভিন্নপ্রান্তে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা করে তাঁদের রুটি-রুজিকে বিপন্ন করা হচ্ছে। লাদাখের অস্থিরতা দেশের গণতন্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিও রেহাই পাচ্ছেন না। GST হারের পরিবর্তন করা হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাধারণ মানুষের পকেটে কতটা স্বস্তি দিয়েছে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের জাতীয় দল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য পেয়ে বিশ্বকাপ জয় করলেও মহিলা সহনাগরিকদের সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সঙ্কটে। শুধু মহিলারাই নন, শুধুমাত্র দলিত সম্প্রদায় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিচিতির কারণে আজ আমাদের সহনাগরিকদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে দেশের নানা যায়গায়। দেশের বহুত্ববাদী চরিত্রকে নস্যাৎ করে একদৈশিকতার রোলার চালানোর নয়া ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্দরেও। এমনকি এই পরিসরে আমাদের বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকেও আক্রমণ করা হচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে। দেশের সংবিধানের মূল দর্শনটাকেই আক্রমণ করা হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্বাচন কমিশন যার কাজ আজকে সর্বোচ আদালতে বিচারাধীন। সারা দেশের ১১টা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সহ আমাদের এখানেও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচী (SIR) নেওয়া হয়েছে। এই পরিসরে একটা বড় অংশের নাগরিকের মত হল ভোটার তালিকা অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত ও সংশোধন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হওয়া উচিত তবে কোনো অবস্থাতেই ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির দায় ভোটারদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, বরং ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও সংশোধনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে এবং SIR প্রক্রিয়াকে নাগরিকত্ব নির্ধারণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। নাগরিকসমাজে এই আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে যে SIR প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুর্বল অংশের বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার যেখানে এখনও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, সেখানে SIR এর ক্ষেত্রে কমিশনের অতিসক্রিয়তা সাধারণ ভোটারের স্বার্থহানিকর হতে পারে কারণ নাগরিকত্ব, ভোটার হিসেবে নাম অন্তর্ভুক্তির একটি পূর্বশর্ত হলেও, নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আওতাভুক্ত বিষয় নয়। এই SIR কে সামনে রেখে দেশের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যে ন্যারেটিভ তৈরি করছে তাতে

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হচ্ছে। পরন্তু বিভ্রান্তিকর বিভাজন এবং মেরুকরণের রাজনীতির ফলে এই পরিসরে প্রান্তিক ভূমিহীন কৃষক থেকে শুরু করে পরিযায়ী শ্রমিক, শহরাঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানুষ সহ সরকারী কর্মচারীদের প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদা রক্ষা করতে চেয়ে দুর্নীতি, অপশাসন এর বিরুদ্ধে ধর্ম নিরপেক্ষভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করবার যে প্রবহমান সংগ্রাম আন্দোলন, তা গুরুত্ব হারাচ্ছে।

আমলাতন্ত্রের একাংশ এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে শূন্যপদ পূরণ সহ ক্যাডারের পদোন্নতি, বদলির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছেন। এই বাস্তবতায় নিজ দাবী আদায়ের অনুকূলে পরিস্থিতিকে নিয়ে আসতে হলে আমাদের আরও ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২. বিগত কর্মসূচি:

২.১) বিগত ১৯ তম রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে ০৮/০২/২৫ এবং ১২/০৭/২৫ তারিখে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২.২) গত ২৪/০৫/২৫ তারিখে তিন শতাধিক সদস্য দের উপস্থিতিতে কলামন্দির প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় হল সভায় দাবি সনদ গ্রহণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে।

২.৩) বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫/০৯/২৫ তারিখে শিলিগুড়িতে এবং ০১/১১/২৫ তারিখে মৌলালি যুবকেন্দ্রে দুটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কর্মশালা দুটিতে সদস্য দের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। এই কর্মশালা দুটিতে আমাদের সদস্য ব্যতীত অন্য সমিতির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। ২৪) এছাড়াও Hindu Succession Act নিয়ে একটি online আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩. সংগঠনঃ-

৩.১) বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পর কয়েকটি জেলায় বর্ধিত জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হলেও অনেক জেলায় তা হয়নি। সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি হল সদস্য বন্ধুগন। বেশিরভাগ জেলাতেই সদস্য পুনর্নবীকরণ কাজ আশানুরূপ হলেও দু একটা জেলায়, জেলা কমিটির দুর্বলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে মূল্যায়নের জন্য জেলা নেতৃত্বের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে।

৪) তহবিলঃ- সদস্য পুনর্নবীকরণ তহবিল এবং SST তহবিল ব্যবদ কোন বকেয়া জেলা কমিটির কাছে থাকলে তা এই মাসের মধ্যে প্রদান করার আবেদন করা হল।

৫) ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়:

৫.১) সমিতির দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার ফলে RO এবং SRO 2 দের নতুন গ্রেডেশান লিষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। RI থেকে RO, RO থেকে SRO-II সহ সকল প্রমোশন দ্রুত দিতে হবে। এ জন্য সমিতির লাগাতার পারসুয়েশন জারি আছে।

৫.২) আলোচ্য সময়ে কয়েকটি ছোট ছোট ট্রান্সফার অর্ডার প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমাদের বেশ কয়েকজন সদস্য উপকৃত হয়েছেন।

৫.৩) এই সময়ে DD থেকে JD প্রোমোশনের জন্য DPC মিটিং হয়েছে।

৫.৪) WBLR Service এর অর্ন্তভুক্ত AD. DD ও JD দের নতুন SAR hierarchy সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

৬.) মুখপত্র: সমিতির মুখপত্র 'আলো এর সময়মতো প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকাংশে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা গেছে। জুলাই-আগষ্ট সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং জেলায় জেলায় পাঠানো হয়েছে যা দ্রুত সদস্যবন্ধুদের হাতে পৌঁছে দিতে হবে। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের কাজ চলছে। 'আলো' পত্রিকার বিশেষ সম্মেলন সংখ্যা প্রকাশের কাজের বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে।

৭.) গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ:-

৭.১) প্রতি দুমাসে অন্তত একটা করে জেলা কমিটির সভা করতেই হবে। শারীরিকভাবে উপস্থিত হয়ে সভার বাস্তবতা একান্তভাবে না থাকলে ভার্চুয়াল মাধ্যমেই তা করতে হবে।

৭.২) সম্প্রতি প্রকাশিত WBCS র C Group এর রেজাল্ট অনুযায়ী ৬০ জন নতুন Revenue Officer যোগদান করতে চলেছেন, এছাড়াও ৫৮ জন RI অতি শীঘ্রই RO পদে প্রোমোশন পেতে পারেন। এই বিপুল সংখ্যক RO দের আমাদের সমিতির পতাকাতলে নিয়ে আসাই এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। নতুন সদস্যভুক্তি উপসমিতির সদস্যরা ইতিমধ্যেই সবার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে, কিন্তু প্রয়োজনে সিনিয়র জুনিয়র ব্যতিরেকে সকল সদস্যদের এর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।

৭.৩) বিগত কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোন ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হলেও প্রশাসনিক কাজের বাস্তব সীমাবদ্ধতার জন্য মাত্র দুটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতি শীঘ্রই বাকি কর্মশালাগুলি আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.৪) সদস্য পুনর্নবীকরণ কাজ ও তহবিল প্রেরণের কাজ নভেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

৭৫) SIR র কাজে যে সকল সদস্যবন্ধু মুন হয়েছেন, তাঁরা নিয়ম মেনে ফতে নিজ চারিত্ব প্রতিপালন করেন তা দেখতে হবে, তাঁদের যে কোন প্রয়োজনে সহায়তা করার জন্য জেলা কমিটিগুলিকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

৭.৬) আগামী ২৬/০১/২৬ তারিখে পরিবার পরিজন সহ একটি কেন্দ্রীয় কর্মসূচির পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, এই কর্মসূচিকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যেতে জেলায় জেলায় ব্যাপক প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে।

৭.৭) জেলায় জেলায় পারিবারিক মিলনমেলা করার উদ্যোগ নিতে হবে।

—নবাগতদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রসঙ্গে—

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত WBCS-2022 পরীক্ষার গ্রুপ-C বিভাগে ৬০ জন WBSLRS Gr-I এ নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর থেকেই নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি উপসমিতির পক্ষ থেকে ভীষণ তৎপরতার সঙ্গে নতুন দের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত ০৬/১১/২০২৫ এবং ০৭/১১/২০২৫ তারিখ দুইদিন ধরে নবান্নে ৩০ জন করে নবাগত রাজস্ব আধিকারিক দের VR ছিল। দুই দিন এ ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।VR এর প্রতিটি বিষয় নিয়ে আমাদের উপসমিতি টিম এর পক্ষ থেকে যথাযথ সহায়তা করা হয়েছে। এমনকি VR এর দুই দিন ই আলো সমিতির নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি উপসমিতির নেতৃত্বে ১৬জন এর দল নবান্নে উপস্থিত ছিলেন। দুই দিন ই নবাগতদের কে Welcome Kit দেওয়া ছাড়াও, প্রত্যেক এর সাথেই খুব সুন্দর সাক্ষাৎ হয়েছে।VR পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী এই কয়েক দিন এর মধ্যেই ২০ জন নবাগত রাজস্ব আধিকারিক এর বাড়িতে অথবা কর্মস্থলে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে উপসমিতির নেতৃবৃন্দ এবং জেলা নেতৃবৃন্দ খুবই সুচারুভাবে এই যোগাযোগ এর বিষয়টি সম্পন্ন করতে ভীষণ ভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। নবাগত দের সাথে নিরন্তর যোগাযোগ চলছে। এবং নবাগতদের অধিকাংশের পক্ষ থেকেই আলো সমিতির ক্রিয়াকলাপ এর প্রতি 'বন্ধুসুলভ, সক্রিয় ও বিশ্বাসযোগ্য সংগঠন'-এর প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। আমরা আশাবাদী, খুব ভালো সংখ্যক নবাগত রাজস্ব আধিকারিককে আলো সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে। এবং তার জন্য ইতিমধ্যে উপসমিতি নেতৃত্ব, জেলা নেতৃবৃন্দের সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে আরও জোরদার লড়াই জারি রেখেছে।

সমিতিগত তৎপরতা

● রাজস্ব-আধিকারিক ও রাজস্ব-পরিদর্শকদের পদোন্নতির বিষয়টি ত্বরান্বিত করে দ্রুত শূন্য প্রোমোশনাল পদগুলি পূর্ণ করার দাবী জানিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষ সমীপে নিম্নোক্ত পত্রটি প্রেরিত হয়:-

Memo No.: 19/ALLO/2025 Date: 04.08.2025

To
The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Subject: Promotion of the Revenue officers and Revenue Inspectors.

Respected Sir,

On behalf of our association, I would like to mention here that the Final gradation list of the Revenue officers and also that of the Revenue Inspectors, have already been published by the Department. We have come to know that about 90 berths in the posts of Special Revenue Officer, Grade-II(SRO-II) and as good as 70 berths in the post of Revenue Officer are lying vacant and ready to be filled up at once.

So, on behalf of the fraternity, I would like to request your kind self to take immediate measures to fill up those vacancies. This is also very much urgent to strengthen the block level infrastructure in order to handle the immense pressure of citizen centric service.

Sir, from our recent experience, we have seen that in this respect the tireless effort of your good office, got jeopardized to some extent due to insufficient data or record of the willing and eligible candidates. As a result of that not only some posts could not be filled up timely but also some of the willing candidates could not get the opportunity as their legitimate right. Hence, it is our earnest request to your kind self only to consider the eligibility of the willing candidates for the very purpose. This may streamline the process effectively.

On behalf of our association, I hope you will be considerate enough to adjudge the interest of the officers working under your leadership.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/- Krishanu Deb
General Secretary

Copy to–

1. The Director of Land Records & Survey, and Jt. LRC, West Bengal.

● বিভাগীয় আধিকারিকদের প্রোমোশন বিষয়ে উদ্ভূত জটিলতার দ্রুত নিরসন ঘটিয়ে সত্বর সমস্ত প্রোমোশনাল ভ্যাকেন্সি পূর্ণ করার উদ্যোগ গ্রহণের জোরালো দাবী জানিয়ে কর্তৃপক্ষ সমীপে নিম্নোক্ত পত্রটি প্রেরণ করা হয়:-

Memo No.: 24/ALLO/2025 Date: 9.10.2025

To
The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Subject: Promotion of the deprtmental Officers of L&LR and RR&R Department to the post of RO, SRO-II, and Assistant Director (WBLRS).

Respected Sir,

On behalf of our association, I raise our earnest concern over the issue as mentioned above. Sir, it is very unfortunate to us that time and again, we have seen the lacunae in the very mechanism of promotion of the departmental cadres. As an association of the departmental officers, we demand the timely and regular promotion as a right of the eligible candidates who are willing to avail the opportunity. But, in spite of the publication of 'the zone of consideration list', the desired results are yet to see the light of day. In our earlier communication, vide Memo. No.19/2025 dated 04/08/2025(copy enclosed), we have intimated your good office in this regard.

Now, we have come to know that the DPC meeting of the department couldn't be concluded due to unavailability of the desired report of DP/VC/Criminal-proceedings from different level of authorities of the state. As a result, the promotions to the vacant post of SRO-II from the post of RO and simultaneously, to the vacant post of RO from the post of RI, remain undone. We have also heard from reliable source, that some of the unwilling candidates are not co-operating with the authorities by not initiating SAR or submitting Declaration of assets in this respect and it appears that the authority is sitting tight keeping hand in hand. The reason is unknown to us and beyond our comprehension.

The same fallacy has been observed in case of filling of vacancy in WBLRS, particularly, for the vacant post of Assistant Director.

Last year, i. e. in 2024, we have bitter experience in the same matter and with our Herculean effort we have managed to ensure the respective promotion by 31.12.2024 to keep and save the financial benefit and 'inter-se' seniority of the concerned candidates who availed the benefit of promotion.

It is also to mention here that, last year (2024), in the DPC meeting for the promotion to the

post of SRO-II, sixty nine (69) number of eligible candidates of the cadre of RO have been finalized for promotion but only forty two (42) candidates have taken the opportunity. Even, after the publication of the promotion order, some of the selected candidates, have prayed for exclusion of their name from the promotion order of RO to SRO-II and such prayers have been entertained by the authority. It's true, that promotion is an option for an employee and the authority can't force one to accept the offer. Similarly, it is also the ground reality that after finalization of the promotional list of candidate, if any one of the selected candidate otherwise refuse to accept the offer, another following willing legitimate candidate in the pipeline, is deprived of, in consequence. This should not be a good instance for the officials engaged in public service. That's why, earlier, we have proposed for seeking declaration of willingness from the tentatively eligible candidates whose name has been published in the 'zone of consideration list'. We are apprehending of the recurrence of our same experience this time, too.

It is needless to mention here that, the cumulative effect of the promotion will give momentum to the transfer process of officers of the respective cadres but, the vacancies created due to refusal of awaiting promotion, post-order, is severely hampering the transfer of the existing officers.

So, on behalf of our cadre, I would like to request you to take immediate measures to fill up the vacancies of the departmental posts. This is very much urgent to strengthen the block level infrastructure in order to handle the immense pressure of citizen centric service as well as other extra departmental assignments.

Hence, it is our earnest request to your kind self to take appropriate steps for the benefit of the eligible officers and to cope up with the demand of the public service, as well.

Thanking you,

Yours faithfully,

Sd/- Krishanu Deb
General Secretary

Copy to–

1. The Director of Land Records & Survey, and Jt. LRC, West Bengal.

● গত ১০/১১/২০২৫ তারিখে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ক্যাডার স্বার্থবাহী বিভিন্ন বিষয়ে যথাঃ পদোন্নতি, বদলি, বিভাগীয় কাজে দক্ষতাবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা সূত্রে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করে—কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইপ্সিত তৎপরতা প্রদর্শনের দাবী জানান। সমিতির বিভাগীয় কর্মশালা পালনের সংবাদসহ বিভাগীয় কাজকর্মে উন্নতি ঘটানোর স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশসম্বলিত নিম্নলিখিত স্মারকলিপিটি ঐদিন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়:-

Memo No.: 30/ALLO/2025 Date: 10.11.2025

To
The Additional Chief Secretary
&
Land Reforms Commissioner
Department of Land & Land Reforms and
Refugee Relief and Rehabilitation
Nabanna, 6th Floor. Howrah.

Subject: Symposium of Departmental Works

Respected Sir,

As a responsible organization on the departmental cadre, we are not only answerable to our cadres for raising of our demands for better service condition, due time promotion and legitimate transfer etc. but also for our responsibility to enhance our skill by organizing workshops and symposiums for up-skilling and re-skilling the cadres, to serve the co-citizens of the State, more efficiently.

We have observed that in the prevailing socio-economic biome, even after the evolution of the infrastructure and departmental services in various fields, such as e-Bhuchitra modules, Land management system etc., there remains a wide gap between the demand and the expected service delivered in time, from our department's end.

There are various reasons for the same, such as the lack of officials due to long standing vacancies, inadequate infrastructure, improper implementation of the Governments flagship projects etc. On the other hand, the lack of experience and knowledge sometimes compels the officers to make unintentional mistakes raising the eyebrows of the law and order enforcing authorities and judicial forums which occasionally results in media trials. In such a situation, we feel the urge to pull up the socks of the officials in order to brighten the image of the officials of the L&LR and RR & R Department.

With this august vision, we recently, organized two symposia cum workshop at two citadels of our State, one at Siliguri, held on 13/09/2025 and the other in Kolkata, on 01/11/2025. In both the occasions, we have made our focus upon the contemporary subjects in tune with the Government policy for citizencentric works, legal procedures as well as to augment revenue generation, for the State exchequer. In spite of the busy schedule, extreme workload

of the vulnerable urban and semi-urban block offices, the Revenue Officers, the SRO-IIs and other Officers of the department, along with other officials at block level, have overwhelmingly supported our endeavour, and attended both the sessions of our workshop which is honestly, beyond our expectations. We have felt that the officials are in desperate need to update their knowledge and skill, to serve in a much better and efficiently.

We also feel that the department should consider of organizing retraining along with hands on training, throughout the year, on a regular basis.

With our limited resource, we have shared our available expertise and rubbed shoulders with our brethren. Our association would like to continue such effort in future, to refurbish our excellence. This effort may help the officials to raise their head in pride to discharge their duties. It is needless to mention here that we also organize virtual workshops on regular basis.

Such small efforts of our association have also got the attention of the media. The english daily newspaper like The Statesman dated 15/09/2025, The Times of India, dated 07/11/2025 and bengali daily newspaper Ei Samay, dated 08/11/2025, have reported upon our initiatives. (Copy enclosed)

We strongly believe that as part and parcel of the department, we have the legitimate right to raise our demand before the authority as well as the due responsibility to raise the efficiency and excellence of the cadres of the department.

Commensurate to our endeavour of organised efforts, for re-skilling the cadres of this department, we also couldn't ignore their legitimate demands of upgrading service conditions, timely promotions and recruitment, implementation of rational transfer policy and its timely execution, future restructuring of the WBLR Service, and last but not the least, the protection of cadres from hooligans and land mafias, which issue, we raise to your good office, frequently.

In some occasions, our association also received prompt reply from your end for which we are thankful to your good office.

On behalf of our association, I hope you will be kind enough to recognize and appreciate our stand and adjudge our demands raised from time to time, for the sake of smooth and efficient functioning of this vast department, which, definitely calls for participation of the mid-level cadres in modern methods of managements of land issues and its administration.

This is submitted for your kind information and action.

Enclo: The news clippings published in the dailies as mentioned above.

Yours faithfully,

Sd/- Krishanu Deb
General Secretary

24 Pally Samiti—
A Welfare Association

দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িতের সেবায় নিয়োজিত একটি ‘সংগঠন’, সারা বছর ধরে বৃক্ষরোপণ, রক্তদান, বস্ত্রদান প্রভৃতি নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সারা বছর ধরে আমরা মানুষের পাশে থাকি।

বৃত্তিগত প্রসঙ্গ

ENFORCEMENT ON MINOR MINERALS

Now a days, dealing with minor minerals has become crucial to the daily work of our department, especially in ground level offices. Enforcement on prevention of illegal mining and arrangement of raid programme on regular basis pose a great challenge to our duties as a government official. Even there is risk, threatening to our life in performing such hazardous duties. So, we have to be more conscious about the procedure and legal provisions that would provide protection in performing the duties of enforcement on prevention of illegal mining. Before entering into the procedure of enforcement duties, we should understand the Acts and Rules that governs mining operation in our country and our state.

- The Mines and Minerals (Development & Regulation) Act (hereinafter referred to as 'MMDR'), 1957 is the principal legislation that governs the mineral and mining sector in India.
- It is to be note that the act is applicable to both Major and Minor Minerals.
- But our department deals with only Minor Minerals.
- Under the MM(DR) Act, 1957, for regulation of mining operation of Minor Minerals following rules are in force in our state
  1. **West Bengal Minor Minerals Concession Rules, 2016**
  2. **West Bengal Minor Minerals Auction Rules, 2016**
  3. **West Bengal District Mineral Foundation Rules, 2016**
  4. **West Bengal Sand (Mining, Transportation, Storage & Sales) Rules, 2021**
  5. **West Bengal Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2002**
- With regards to enforcement issue, we have to deal with proper section and rules of the MM(DR) Act, 1957, WBMMC Rules, 2016, WBM [POIMT&S] Rules, 2002
- For undertaking any legal action on prevention of Illegal mining we should have clear comprehension on
  a) What is minor minerals
  b) Illegality in terms of provisions of Acts and Rules
  c) Penal Provisions for undertaking any action on illegal mining operation
  d) Whether penalty can be compounded
  e) Who are authorize to take penal action on illegal mining operation
  1) Procedure to be maintained for undertaking legal action.

What is minor Minerals	Minor Minerals means building stones, gravel, ordinary clay, ordinary sand other than sand used in prescribed purpose and any other mierals which the central Government may by notification declare to be a minor minerals. Sec. 3(e) of MM(DR) Act, 1957
	31 reclassified minerals as per Notification of the Central Government issued vide S.O. 423 (E) dated 10/02/2015

Illegality & Rules in terms of Acts	No person shall undertake any mining operation in any area except under and accordance with the terms and condition of a mining lease granded under this act and rules made there under. Sec 4(1) MM(DR) Act, 1957
	No person shall undertake any mining operation in any area prohibited by the State Government in the public interest by notification in the Official Gazette Rule 3(1)(a) of WBMMC Rule, 2016
	No person shall transport or store any minerals otherwise than in accordance with the provisions as laid down in the Acts and rules made there under. Sec 4(1A) MM(DR) Act, 1957
	No person shall transport or store or cause to be transported or stored in mineral otherwise than in accordance with the provisions of these rules and the West Bengal Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2002. Rule 3(1)(b) of WBMMC Rule 2016

Penal Provisions	Contraventions of Section 4(1) and 4(1A) shall be punishable with imprisonment for a term which may extended to two years or with fine which may extended to five lakh rupees or with both. Section 21(2) of MM(DR) Act, 1957
	Any person extracting any minor mineral without a proper lease, or storing or transporting such minor minerals extracted in unauthorized manner shall be punishable with imprisonment for a term which may extended to two years or with fine which may extended to one lakh rupees or with both Rule 50(1) of WBMMC Rule, 2016
	Whenever any person raises, transports or causes to be raised or transported without any lawful authority, any mineral from any land and for that purpose uses any tool, equipment, vehicle or any other thing, such mineral, tool, equipment, vehicle or any other thing liable to be seized by an officer or authority empowered in this behalf.. Section 21(4) of MM(DR) Act, 1957 and Rule 50(3) of WBMMC Rule, 2016
	If a person removes any minerals from any land without any lawful. authority the state government may recover the minerals so remove or the price of the minerals if disposed of from the person. Sec 21(5) of MM(DR) Act, 1957 and Rule 50(5) of WBMMC Rule, 2016

Compounding of Offence	Any offence punishable under this act or any rule there under can be compounded by an by an officer or authority empowred before or after the institution of a prosecution. Sec 23(A) of MM(DR) Act, 1957

Authorization to undertake penal action on illegal mining.	Sub-section 1(b) and 2 of Section 26 of the MM(DR) Act, 1957 deligated the power exercicisable uner this action to the State Government and its subordinates.
	In exercise of the section, state governement issued to notification being no 88-1/Gr./4M-30/88 dated 24/01/1991 and 287-ICE-12013(11)/3/2023 dated 05/03/2023 by which DM/ADM/DLLRO/SDO / SDL&LRO / BL & LRO/ Exe. Magist / Dir. & 10 Of M&M (WB)/CMO/Dy.CMO/MO/OC & Sl of police/RO have been empowered to undertake penal action on illegal mining.

With regards to the procedure of enforcement, we may categories the work as follows –

- ❖ Prevention of illegal transportation of minor minerals
- ❖ Prevention of illegal extraction of reverbed materials especially sand.
- ❖ Prevention of illegal mining of minor minerals other than river bed material such as morrum, stone, pebble, quartz etc.
- ❖ Prevention of illegal staking/storage of sand
- ❖ Prevention of illegal carrying and extraction of earth.

In dealing with these enforcement works skillfully in proper waym– following measures should have been maintained—

Prevention of illegal transportation Minor Minerals of	❖ Seize the tool, equipment, vehicle or any other thing ❖ Make Seizure List 3 copies– ❖ Take receipt of the seizure list from owner/ driver of the vehicle and PS and handed over their copies. ❖ Give safe custody of the vehicle to the PS in writing with a copy to the owner/driver of the vehicle ❖ Initiate proceeding against the owner of the vehicle for compounding offence giving opportunity of being heard. ❖ If fine paid, the proceeding has to be concluded and make arrangement for release the vehicle. ❖ If fine not paid, conclude the proceeding maintain all necessary formalities and issue demand notice for the fine as determined.

	❖ In case of authorized person, such as lessee extracting sand beyond his allotted area then— ❒ Arrange a proper demarcation of the lease hold area ❒ Identify and measure how much sand has been extracted bevond his lease hold area. ❒ Made photography with coordinate ❒ Report to the District authority ❒ With the instruction of the district authority undertake penal measure and recover the price of sand initiating a proceeding.

Prevention of illegal extraction of Riverbed material specially sand	❖ In case of unauthorized person then— ❒ Identify and measure how much sand has been extracted ❒ Made photography with coordinate ❒ Seize the tool, equipment, vehicle or any other thing ❒ Give safe custody of tool, equipment, vehicle or any other thing ❒ Initiate proceeding against the person for compounding offence giving opportunity of being heard. ❒ In this case, fine can be realize and price of minerals has to be recovered on the sand so extracted or disposed. ❒ If fine not paid, conclude the proceeding maintain all necessary formalities and issue demand notice for the fine and the price of sand as determined.
Prevention of illegal. staking/ storage of sand	❖ Identify the plot and determine whether it is government land or Rayati land ❖ In case of Govt plot, along with the procedure, stated above, FIR may be instituted against the offender. ❖ In case of Rayati land carry on the procedure as stated above for realising penalty and the price of minerals.
Prevention of illegal staking / storage of sand	❖ Prevention of illegal mining other than of Riverbed material ❖ Permission for staking of sand is being granted to the authorised permit holder/lessee in the monsoon period. ❖ In case of staking beyond the permissible limit the price of excess quantum of has to be realised in terms of order being no 319-ICE-12013(13)/5/2025 Dated 29/05/2025 issued by the ICE Department. ❖ In case of unauthorized staking without any order/permission- ❒ Identify and measure the staking. ❒ Make a photograph of the staking with coordinate ❒ Report to the district authority mentioning the location, amount with photograph. ❒ The district authority may dispose the unauthorized staking of sand through auction as per notification of the ICE Department issued vide no 470- ICE-12015(99)/4/2025 Dated 30/07/2025
Prevention of illegal carrying and extraction of earth	❖ No lease or permit is require for extraction of earth from one's own land for one's own use as per Rule 57(1) of the WBMM Rule, 2016. ❖ But, if the extraction and carrying of earth is carried out for sale, penalty can be imposed and price of earth has to be recovered ❖ In case of unauthorised extraction of earth from the Government land along with the realisation of penal price, FIR may be instituted against the offender.

In the above said procedure for undertaking enforcement duties, we have to make seize put the seize material safe custody, initiate proceeding in almost every cases. Even some times we have to lodge FIR. In preparation of these papers, documents we should carefully mention—

- ✓ Place of occurrence
- ✓ How the occurrence is illegal and contravenes the provision of the Acts and Rules
- ✓ How the illegal action is punishable
- ✓ In which authority an officer undertakes the legal step for prevention of illegal mining.

In this regard, model copies of seizure list, safe custody, proceeding, FIR are attached for ready references.

With Best Compliments from

Akash Saha
&
Ananda Biswakarma

Service Matter

Anjana Bhattacharya

LEAVE: PART I

Leave is a condition of service with the various aspects of leave being generally governed by Service Rules and/or Administrative Instructions. Leave options of various types are provided to Government employees to attend to personal and medical affairs of self and family and emergencies other than those related to work while still drawing pay during absence from work. Attendance and Leave record have important ramifications on performance and evaluation, promotions and other career benefits such as leave salary pay-out at retirement. An understanding of the different types of leaves, the rules governing them and conditions of availing them, are necessary. In matters of leave, there are several important topics such as joining time, sanctioned and authorized leave, unauthorized leave and regularization of such leave, disciplinary proceeding in connection with willful absence and unauthorized leave, combining of holidays with leave and joining time etc.

The following general points regarding leave are important:

- The concept of leave embodied in service rules appears to be that it is in the nature of a grant is not a matter of right of the Government employee. [Rule 153, WBSR I].
- The conditional leave (privilege) are subject to approval by the leave sanctioning authority and may be rejected or reversed. When the exigencies of the public service so require, discretion to refuse or revoke leave is reserved to the authorities empowered to grant it and to regulate the leave to cause as little change as possible in administrative arrangements and to ensure that the strength of a service is not unduly depleted. Government employees may be recalled to duty before expiry of leave. The discretion to refuse or revoke leave, however, cannot be exercised arbitrarily and whimsically. [Rule 153, WBSR I]
- Leave cannot be presumed or inferred. Under normal circumstances, leave must be applied for formally as per Rules and procedures, and sanction must be obtained before proceeding on leave.
- An Employer cannot force leave on an employee. It is also not open to the leave sanctioning authority to alter the kind of leave applied for. Leave of one kind granted earlier may be converted into leave of a different kind at the request of the official and at the discretion of leave sanctioning authority.
- Leave may not be granted to an employee while he is under suspension or committed to prison.

Leave and Joining are intimately connected concepts. So, we first answer the question – What is joining time?

Joining time is defined “as the time allowed to a person under the conditions prescribed in Chapter XI of these rules to enable him—

(a) to join the post to which he has been appointed, or

(b) to proceed on leave from a remote station which is not easy of access."

[WBSR Part – I, Chapter II, Rule 5(20)]

Ordinarily, leave begins on the day on which the transfer of charge is effected and ends on the day preceding that on which the charge is resumed. Then why does the question of joining time arise?

The question of joining time arises when a government employee is required to join a new post on transfer and/ or promotion upon return from leave or combined vacation and leave of not more than six months' duration.

Additionally, if a government employee is on leave other than the kind described above and the leave sanctioning authority is of the opinion that the concerned government employee has not had sufficient notice of his new appointment, then the said government employee is entitled to joining time.

A government employee is also entitled to joining time when he returns from leave (or leave and vacation combined) out of India of more than six months' duration, to travel from the port where he disembarked in India, or, in the case of arrival by aircraft, from its first regular airport in India, or to organize his domestic establishment, or for both of such purposes.

A government employee may also be entitled to joining time if upon return from leave he/she is required to join a post, in remote location not easy to access, from a specified place or to proceed for departure on leave on relinquishing charge of a post in a remote station which is not easy of access, to a specified place.

Note appended to the Rule clarifies that the period of leave and not the nature of leave is the criteria for the above discussion. Leave includes all kinds of leave including extraordinary leave except, special disability leave.

There is provision for prefixing and suffixing of holidays immediately preceding and following the days of commencement and expiry of leave respectively. Are there exceptional circumstances under which these provisions are not applicable?

Proviso to rule 155(1) of WBSR, Part I makes it clear that such privilege will not be available to a government employee if:

(a) his transfer or assumption of charge does not involve the handing or taking over of securities or of monies other than a permanent advance;

(b) his early departure does not entail a corresponding early transfer from another station of a government employee *to* perform his duties; and

(c) the delay in his return does not involve a correspondingly delay in the transfer to another station of the government employee who was performing his duties

during his absence, or in the discharge from government service of a person temporarily appointed to it.

Permission to prefix and suffix holidays to leave may also be specifically withheld on administrative ground.

It is to be noted that in the foregoing discussion on joining time is limited to leave. Joining time in relation to transit period in case of regular transfer is to be treated separately.

It has been discussed herein that under special circumstances a government employee may be recalled from leave. What provisions exist in respect of his return to duty?

The government employee, if stationed in India during his period of leave, will be considered to be on duty from the very day he will start for the place where he is to assume charges after recall from leave and be entitled to draw travelling allowances for the journey as per rules and leave salary till he joins his post at the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty.

If the government employee is stationed outside India while on leave, he counted to be on duty during his return journey to India and will be entitled to draw leave salary for the period starting from the date of embarking on journey to India to joining his post where he will assume charge after recall.

If a government employee does not join after expiry of his leave but overstays, can his leave be extended?

The leave sanctioning authority may retrospectively extend the leave by a maximum of 14 days provided that such authority is satisfied either—

- that the overstay was due to circumstances beyond the government employee's control, or
- and in the case of leave outside India, that an application to the Head of the Indian Mission accredited to the country for an extension was impossible before embarking; or
- that the overstay was administratively convenient. Such authority may also sanction retrospectively an extension up to a similar limit ((inclusive of any extension which may have been granted by the Head of the Indian Mission), to a government employee returning from leave on medical certificate, if in his opinion the circumstances seem to require it.

The topic of leave being vast and expansive, we shall discuss the specific leave types and rules applicable thereto, the admissibility and conditions of such leave, unauthorized leave and regularization thereof and other related topics in the next issue.

স্মরণ

গত ২৫/১০/২৫ তারিখে আকস্মিক জীবনাবসান ঘটেছে ঠিকা টেনেন্সি দপ্তরে কর্মরত রাজস্ব-আধিকারীক শ্রী **চিরঞ্জিৎ সিং**-এর; তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে—

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব **বিনয় ভট্টাচার্য,**

বামপন্থী গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব **দীপক সরকার,**

প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদ **ডঃ ভেস পেজ,**

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী **বনমালী রায়,**

বিজ্ঞাপন শিল্পী **পীযূষ পাণ্ডে,**

খ্যাতনামা সঙ্গতশিল্পী **জুবিন গর্গ,**

পর্বতারোহী **কাঞ্চা শেরপা,**

সাংবাদিক **সঙ্কর্ষন ঠাকুর,**

অভিনেতা **গোবর্ধন আসরানি, সতীশ শাহ** ও **পঙ্কজ ধীর,**

অভিনেত্রী ও সঙ্গীতশিল্পী **সুলক্ষনা পণ্ডিত,**

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিকেট আম্পায়ার **ডিকি বার্ড,**

নোবেলজয়ী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী **জেমস ওয়াটসন,**

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা **ধর্মেন্দ্র** প্রমুখ স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের।

সাম্প্রতিককালে 'SIR'-কে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে বি.এল.ও-সহ বেশ কিছু সহ-নাগরিকের বেদনাদায়ক মৃত্যু ঘটেছে।

এই সময়কালে অতিবৃষ্টি ও তজ্জনিত বিপর্যয়ের কারণে কলকাতা, উত্তরবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

এছাড়া বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় রাজনৈতিক অস্থিরতায় মানবতাবিরোধী বর্বরোজিত আক্রমণের বলি হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য মানুষ।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।।

বৃত্তিগত সিম্পোসিয়াম: কলকাতা, ১লা নভেম্বর, ২০২৫

হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা —
আমাকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ

(বোধন)

সম্পাদক ঃ অম্লান দে
এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল
- এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দেব কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে ঃ ভোলানাথ রায়, মোঃ ৯৮৩১১৬৮৬০৯